বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

জয় বাংলা

আপনার প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জনগণের প্রতীক

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৪৯ (সাপ্তাহিক) • ১৯ মার্চ ২০২১ থেকে ২৫ মার্চ ২০২১ • ৫ চৈত্র ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 49 (Weekly) • 19 MARCH, 2021 – 25 MARCH, 2021 • Friday • Rs. 3.

বাংলার মানুষের জন্য দিদির ১০ অঙ্গীকার

১ অর্থনীতি

অজস্র সুযোগ, সমৃদ্ধ বাংলা

- দেশের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। জিডিপি-র আয়তন ₹১২.৫ লক্ষ কোটি ও বার্ষিক মাথাপিছু আয় ২২.৫ লক্ষেরও বেশি অর্থনীতি।
- ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষ ২০১১-র ২০% থেকে কমিয়ে ৫%-এর নীচে।
- বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান, বেকারত্বের হার অর্ধেক।

২ সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষা

প্রতি পরিবারকে, ন্যূনতম মাসিক আয়

- বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রকল্প- ১.৬ কোটি যোগ্য পরিবারের কত্রীকে মাসিক আর্থিক সহয়তা - মাসিক ₹৫০০ করে জেনারেল ক্যাটেগরি (বার্ষিক ₹৬,০০০) ও ₹১,০০০ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারকে (বার্ষিক ₹১২,০০০)।

৩ যুব

আর্থিক সুযোগ, সবল যুব

- বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন প্রকল্প - স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ₹১০ লক্ষ ক্রেডিট লিমিট ৪% সুদে।

৪ খাদ্য

বাংলায় সবার, নিশ্চিত আহার

- খাদ্য সাথী প্রকল্পের নতুন ব্যবস্থা - এখন আর রেশন দোকানে। যাওয়ার দরকার নেই। ১.৫ কোটি পরিবারের দুয়ারে মাসিক রেশন সরবরাহ।
- বার্ষিক ৫০টি শহরের ২,৫০০ 'মা' ক্যান্টিনে ২৫ করে ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত আহার।

৫ কৃষিকাজ ও কৃষি

বর্ধিত উৎপাদন, সুখী কৃষক

- কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ₹১০,০০০ একর পিছু সহায়তা, ৬৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে।
- নেট বপন ক্ষেত্র ও শস্য ব্যবস্থায় ৩ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্যে জমি যোগ এবং ৪.৫ লক্ষ হেক্টরে দু-ফসলি চাষ ব্যবস্থায় দেশে প্রথম স্থানাধিকার ৬ প্রথম পাঁচে বাংলা, খাদ্যশস্য ও ৪টি বাণিজ্যিক শস্য যথা চা, পাট, আলু ও তামাক উৎপাদনে।

কালীঘাটের অফিসে ইস্তাহার প্রকাশ করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬ শিল্প

শিল্পোন্নত বাংলা

- বার্ষিক ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই। সর্বমোট সক্রিয় এমএসএমই ইউনিটের সংখ্যা ১.৫ কোটির বেশি
- ২,০০০ বড় শিল্প ইউনিট যোগ হবে বর্তমান
- ১০,০০০ শিল্প ইউনিটের সাথে, আগামী ৫ বছরে
- ৫ লক্ষ কোটি নতুন বিনিয়োগ আগামী ৫ বছরে

৭ স্বাস্থ্য

উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, সুস্থ বাংলা

- স্বাস্থ্যে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ, রাজ্য জিডিপি-র ০.৮০% থেকে বেড়ে ১.৫%
- ২৩টি জেলা সদরে মেডিক্যাল কলেজ ও সম্পূর্ণ কার্যকরী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল
- ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

৮ শিক্ষা

এগিয়ে রাখতে, শিক্ষিত বাংলা

- শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, রাজ্য জিডিপি-র ২.৭% থেকে বেড়ে ৪%
- ব্লক প্রতি অন্তত ১টি মডেল আবাসিক স্কুল
- শিক্ষকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

৯ আবাসন

সবাই পাই, মাথা গোঁজার ঠাঁই

- বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ৫ লক্ষ স্বল্পমূল্যের আবাসন। বস্তিবাসীর সংখ্যা ৭% থেকে কমিয়ে ৩.৬৫%
- আরও ২৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের বাড়ি বাংলা আবাস যোজনার আওতায়।
- কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১%-এরও কম।

১০ বিদ্যুৎ, রাস্তা ও জল

প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ, সড়ক, জল

- আরও ৪৭ লক্ষ পরিবারকে নলযুক্ত পানীয় জল। ২৬% থেকে বেড়ে ১০০% পরিষেবা সুনিশ্চিত
- ২৪×৭ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রতিটি বাড়িতে
- প্রতিটি গ্রামীণ আবাসের জন্য মজবুত রাস্তা, উন্নত জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং নলযুক্ত পানীয় জল

উন্নয়নের ইস্তাহার, বললেন মমতা

> বাংলার মানুষের মৌলিক স্বার্থ রক্ষায় আমি তাদের পাশে থাকব। এটা আমার সংকল্প। আমার অঙ্গীকার। মাতৃভূমির কাছে চিরঋণী। বাংলার কাছে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছি। সারা জীবন তাই করব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : এ বাংলাকে বিশ্ববাংলার রূপ দিতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃতীয় দফায় সরকারে এসে তার চূড়ান্ত কাজটা শুরু হয়ে যাবে। তার জন্য কী কী করতে চান, সে কথা দলের ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন জননেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী।

সম্প্রতি কালীঘাটে নিজের কার্যালয়ে নির্বাচনী ইস্তাহার প্রকাশ করেছেন। সেখানেই আধুনিক ধাঁচে পয়েন্ট ধরে ধরে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, সামাজিক ক্ষেত্রে গত ১০ বছরে নানা প্রকল্পের সাফল্যের উপর ভিত্তি করেই আগামী পাঁচ বছরে ১০ দফা পরিকল্পনা তৈরি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। অভিমুখ উন্নয়ন। তাতে চালু প্রকল্প যেমন রয়েছে। ভবিষ্যতে তিনি কী কী করতে চান, রয়েছে তারও রূপরেখা।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন, বাংলার মানুষের স্বার্থে এই ইস্তাহার। যার ভিত্তি উন্নয়ন। তাঁর কথায়, "এটা রাজনৈতিক ইস্তাহার নয়। উন্নয়নের ভিত্তিতে তৈরি একটা ইস্তাহার। যা পুরোপুরি মানুষের অর্থনৈতিক উন্নয়নের কথা ভেবে তৈরি।" তৃণমূলনেত্রী বুঝিয়ে দিয়েছেন, "নির্বাচন আসবে যাবে। মানুষ থাকবে। তাদের উন্নয়নের কাজ চলবে। একটা গণতান্ত্রিক সরকার উন্নয়নের উপর জোর দেবে। আর সেই কাজটাই চালিয়ে যাবে।" এর পরই মমতার অঙ্গীকার, "বাংলার মানুষের মৌলিক স্বার্থ রক্ষায় আমি তাদের পাশে থাকব। এটা আমার সংকল্প। আমার অঙ্গীকার। মাতৃভূমির কাছে চিরঋণী। বাংলার কাছে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছি। সারা জীবন তাই করব।"

ইস্তাহার প্রকাশের মুহূর্তে জননেত্রীর সঙ্গে অন্যান্য নেতৃত্ব।

সমাজের অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত করার জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। জানিয়েছেন ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের কথা। তাতে বেকারত্বের হার অর্ধেক হবে। বলেছেন তৃতীয়বার ক্ষমতায় এসে পরিবারপিছু মাসিক আয়ের ব্যবস্থা করবেন। জেনারেল ক্যাটাগরির পরিবারের মাসিক আয় হবে ৫০০ টাকা। তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য ১০০০ টাকা। যেখানে বার্ষিক আয় পরিবার পিছু ৬০০০ টাকা করা তাঁর লক্ষ্য। যুগান্তকারী এই পরিকল্পনার তালিকায় রয়েছে পড়ুয়াদের জন্য ১০ লক্ষ টাকা ক্রেডিট লিমিট দেওয়ার ভাবনাও। তা দেওয়া হবে ৪ শতাংশ সুদে। সরকার যার জামিনদার হবে। দুয়ারে রেশনের কথা আরও একবার বলেছেন। মাহিষ্য, তিলি, তামুল, সাহা, কিষান জাতিদের ওবিসি তালিকাভুক্ত করার কথা বলেছেন। অর্থাৎ সমাজের পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়কে স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়েছেন।

এই পর্বেই আরও একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছেন জননেত্রী। কৃষকবন্ধু প্রকল্পে বছরে বার্ষিক সহায়তা ছয় হাজার থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হবে বলে জানিয়েছেন। ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই হবে। তরাই-ডুয়ার্সের জন্য উন্নয়ন বোর্ড হবে।

দুয়ারে রেশনের মতো প্রকল্প এখনই সাড়া ফেলে দিয়েছে মানুষের মধ্যে। তা সাম্প্রদায়িক দল বুঝতে পেরে ষড়যন্ত্রের পথে গিয়েছে। জবাব দিয়েছেন নেত্রী। বলেছেন, "রেশনটা আমরা মনে করি না নির্বাচনী বিধিভঙ্গ করেছে। অনেক প্রকল্পই তো চলছে। দুয়ারে সরকারও তো চলছে। তা ছাড়া এটা চালু তো হয়ে যায়নি। ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম তো বাজেটেই নেওয়া হয়।"

দুয়ের পাতায়

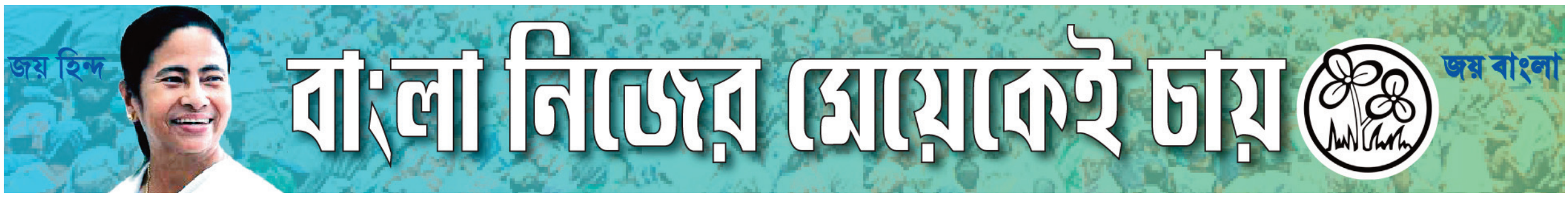

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জনতার পাশে মমতা

যা বলেন তাই করেন। ২০১৬-র বিধানসভা নির্বাচনের আগে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার সমস্তটাই বাস্তবায়িত হয়েছে। এবারও বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ইস্তাহার আকারে দলের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতিবারের মতোই তাতে সামাজিক কল্যাণ প্রকল্প সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। এই ইস্তাহার প্রকাশের সময় জননেত্রী জানান, "২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকে ১১০ শতাংশ কাজ করেছি। যা সারা বিশ্বের নজর কেড়েছে। আমাদের করা কন্যাশ্রী প্রকল্প ইউনিসেফ-এর সেরা প্রকল্পের পুরস্কার পেয়েছে।" বাস্তবিকই, তৃণমূল কংগ্রেসের এই ইস্তাহার কোনও রাজনৈতিক ইস্তাহার নয়, এটা উন্নয়নমূলক ইস্তাহার। 'এই ইস্তাহার মানুষের দ্বারা, মানুষের জন্য, মানুষের তৈরি।' ২০১১ সালে বিপুল জনসমর্থন নিয়ে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলায় মা-মাটি-মানুষের সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিপুল উন্নয়ন ঘটেছে সবক্ষেত্রে। আগামী দিনেও সেই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকবে। বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে ইস্তাহারে। এর আওতায় ১ কোটি ৬০ লাখ পরিবারকে মাসিক আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। মাসিক ৫০০ টাকা করে জেনারেল ক্যাটাগরিতে পাবেন সাধারণ মানুষ। এক হাজার টাকা করে পাবে উপজাতি পরিবার। আর্থিক সুযোগ বাড়ানো ও যুবসমাজকে স্বাবলম্বী করতে শিক্ষার্থীদের ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। মাত্র চার শতাংশ সুদে ১০ লাখ টাকা লিমিট রাখা হবে ক্রেডিট কার্ডে। সবার আহার নিশ্চিত করতে খাদ্যসাথী নামে নতুন প্রকল্পের কথা জানানো হয়েছে ইস্তাহারে। যেখানে দেড় কোটি পরিবার মাসিক রেশন পাবেন। পশ্চিমবঙ্গের ৫০টি শহরে ২৫০০ 'মা' ক্যান্টিন খোলা হবে। সেখানে ৫ টাকা করে ভরতুকিযুক্ত খাবার পাবেন সাধারণ মানুষ। একর প্রতি কৃষকদের বার্ষিক ১০ হাজার টাকা সহায়তা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি রয়েছে ইস্তাহারে। এর আওতায় ৬৮ লাখ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে এই সাহায্য পাবেন। পশ্চিবঙ্গকে শিল্পোন্নত করার অঙ্গীকার করা হয়েছে নির্বাচনী ইস্তাহারে। বার্ষিক ১০ লাখ নতুন শিল্প ইউনিট খোলার কথা জানানো হয়েছে। এর ফলে আগামী ৫ বছরে ৫ লাখ কোটি টাকা নতুন বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যমাত্রা ধার্য হয়েছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বাজেট দ্বিগুণ করা ও আগামী পাঁচ বছরে উন্নততর স্বাস্থ্য ব্যবস্থা করার পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে ইস্তাহারে। শিক্ষা ক্ষেত্রের বাজেটও বৃদ্ধির অঙ্গীকার রয়েছে। ৫ লাখ স্বল্প মূল্যের আবাসনের পরিকল্পনার কথা জানানো হয়েছে ইস্তাহারে। মূলত বস্তিবাসীর সংখ্যা সাত শতাংশ থেকে কমিয়ে তিন দশমিক পাঁচ ছয় শতাংশ করার লক্ষ্য তৃণমূলের। ১০. নির্বাচনী ইস্তাহারে ২৪ ঘণ্টা বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্যসম্মত জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতিও দেওয়া হয়েছে। এক সমৃদ্ধতর বাংলা গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোবে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার মানুষকে সঙ্গে নিয়েই সেই লক্ষ্য পূরণ হবে।

তৃণমূলে যোগ দিলেন বাজপেয়ী সরকারের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী যশবন্ত সিনহা। তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিচ্ছেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও'ব্রায়েন। তাঁকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি করা হয়েছে।

উন্নয়নের ইস্তাহার, বললেন মমতা

একের পাতার পর

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ভ্যাকসিন নিয়ে বক্তব্য আর 'মন কি বাত' কেন এখনও চলছে তা নিয়ে পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন জননেত্রী।

আরও একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে। ওবিসি সংরক্ষণের কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগেরদিনই বিজেপি তাই নিয়ে নিজেদের প্রচার করছে। বলছে তারাই তা করবে।

প্রশ্ন হল, তৃণমূলের ম্যানিফেস্টো বেরনোর আগে কী করে একই বিষয় নিয়ে প্রচার করে বিজেপি?

রহস্যটা ফাঁস করেছেন নেত্রীই। দলের ম্যানিফেস্টো তৈরি হলে তার খসরা পাঠাতে হয় নির্বাচন কমিশনে। যা নিয়ন্ত্রণ করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আগেরদিন তিনি কলকাতায় বসে মিটিংও করে গিয়েছেন। অর্থাৎ অঙ্কটা পরিষ্কার। তৃণমূলের ম্যানিফেস্টোতে কী লেখা সহজেই কেউ টুকে নিতে পারে তাই। নেত্রী প্রথমে বলেছেন, "বিজেপি তো মাত্র দুটো জাতির উন্নয়নের কথা বলেছে। আমরা তো আট-নটার কথা বলছি। ওবিসি কমিশন করেছিলাম। তারাই সুপারিশ করেছে। সেই অনুযায়ী কাজ হবে। তা ছাড়া নির্বাচন কমিশন এই ইস্তাহার অ্যাপ্রুভ করেছে।" এর পরেই তাঁর কটাক্ষ, "আমাদের ইস্তাহার তো ৯ তারিখ থেকেই তৈরি। আমি জখম হয়ে যাওয়ায় সেটা বলতে দেরি হয়ে গিয়েছে। আমার তো মনে হয় কমিশন থেকেই ওরা সবটা দেখেছে। টুকলি কে করেছে সেটা আমি কী করে বলব?"

কমিশনের কাছে এর পরেই নিরপেক্ষ ভোটের দাবি জানিয়েছেন নেত্রী। বলেছেন, "নোংরা খেলা হচ্ছে। ফেয়ার গেম হোক। আমাদের স্লোগান, খেলা হবে। জিততে হবে। বাংলায় বাংলাকে চাই।" একেবারে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলেছেন, "ভোটের বাক্স জবাব দেবে। আমি আশাবাদী। খেলা শুরু হবে ২৭ তারিখ থেকে। জঙ্গলমহল থেকে। ধাক্কাটা ওখান থেকেই পাবে বিজেপি। একুশের নির্বাচন বিজেপি শুরু করেছে হামলা দিয়ে। শেষ করব স্মাইলি দিয়ে।" এই লড়াইটা অশুভকে সরানোর। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে মানবিকতার খাতিরে নিঃশেষ করার। বাংলার উন্নয়নকে আরও মজবুত করার। তাই নিজের বক্তব্যের শুরুতেই কেন্দ্রের জনবিরোধী সরকারের বিরুদ্ধে যে শক্তি আছে তাদের প্রত্যেককে একজোট হয়ে মা মাটি মানুষের দলের পক্ষে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। বলেছেন, "আমরা এক হয়ে চলতে চাই। বাংলায় ভাগাভাগি হবে না। বিজেপিকে রোখা খুব দরকার।" এই প্রসঙ্গেই বলেছেন, গুরুত্বপূর্ণ ভোট কেউ যেন অন্য দলকে দিয়ে নষ্ট না করেন। প্রত্যেকে যেন তৃণমূলকে ভোটটা দেন।

তিনি কথা দিলে কথা রাখেন
মমতার ইস্তাহারে খুশি বাংলার মানুষ

তীর্থ রায়

২০১১-তেও তিনি ইস্তাহারে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর ইস্তাহারে সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি ছিল ক্ষমতায় এলে সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সিঙ্গুরের জমি অনিচ্ছুক কৃষকদের ফেরানোর। মন্ত্রিসভার বৈঠকের ওই সিদ্ধান্ত রূপায়নের কাজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিন থেকেই মনোনিবেশ করেছিলেন। অনেকেই ভেবেছিলেন, সিঙ্গুরের ওই জমি অনিচ্ছুক কৃষকদের ফেরত দেওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু, আইন-আদালত পেরিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা সম্ভব করে দেখিয়েছেন। শুধু সিঙ্গুরের জমি ফেরত নয়, ২০১১-র ইস্তাহারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তার সব রক্ষা করেছেন। একই কথা খাটে ২০১৬-তেও। এবার ২০২১-এর ভোটের আগে ইস্তাহারে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তা এককথায় যুগান্তকারী। আবার একইসঙ্গে বলতে হয়, গত দশ বছর তিনি বাংলার সরকারকে যে পথে চালিয়েছেন, সেই পথেই আরও উত্তরণের কথা বলেছেন তাঁর এবারের নির্বাচনী ইস্তাহারে। ২০১১-য় মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটার পর একটা জনমুখী নীতি গ্রহণ করেছেন। গত দশ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা যা করেছেন, যে সমস্ত প্রকল্প রাজ্যে চালু করেছেন, তা সবই ঐতিহাসিক। তাঁর আগে এই ধরনের প্রকল্পের কথা কেউ চিন্তা করেনি। দশ বছরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেওয়া প্রকল্প রাজ্যবাসীর জীবন সম্পূর্ণ বদলে দিয়েছে। কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, রূপশ্রী, খাদ্যসাথী ইত্যাদি প্রকল্প গোটা দুনিয়ায় স্বীকৃতি পেয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে প্রকল্পগুলির কথা ভেবেছেন, তা দেশের অন্য কোনও সরকার ভাবতেই পারেনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকল্পগুলি শুধু ভাবেননি, রূপায়ণ করে দেখিয়েছেন। এই রাজ্যে কন্যাশ্রী প্রকল্পে প্রায় ১ কোটি মেয়ে উপকৃত হয়েছেন। সবুজসাথী প্রকল্পে ১ কোটি পড়ুয়া সাইকেল পেয়েছে। খাদ্যসাথী প্রকল্পে আজ প্রতিটি পরিবার বিনামূল্যে চাল-ডাল পৌঁছয়। বাম আমলে আমরা আমলাশোল দেখেছি। যেখানে, না খেতে পেয়ে মানুষের মৃত্যু ঘটত। এইরকম আমলাশোল বামআমলে গোটা রাজ্যে ছড়িয়ে ছিল। আজ বাংলায় অনাহারে থাকার কথা কেউ ভাবতেই পারে না। কারণ, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সবার ঘরে বিনামূল্যে চাল-ডাল পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবার তাঁর ইস্তাহারে জানিয়েছেন, আগামী দিনে তাঁর সরকার বিনামূল্যে রেশন প্রত্যেকের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ইস্তাহারে জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যে ৫ লক্ষ কোটি টাকার লগ্নি আসবে। প্রতি বছর পাঁচ লক্ষের উপর কর্মসংস্থান হবে। পড়ুয়াদের ১০ লক্ষ টাকা ক্রেডিট কার্ড দেওয়া হবে। যার জামিনদার থাকবে রাজ্য সরকার। বাংলার ছেলে-মেয়েদের দক্ষ করে তোলাই মুখ্যমন্ত্রীর লক্ষ্য। অর্থের অভাবে যাতে কোনও পড়ুয়ার উচ্চশিক্ষা ব্যাহত না হয়, সেটা সুনিশ্চিত করতেই মুখ্যমন্ত্রী পড়ুয়াদের ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার কথা ভেবেছেন। সর্বোপরি, ইস্তাহারে যে ঘোষণাটি ঐতিহাসিক ও যুগান্তকারী তা হল, সরকার প্রতিটি পরিবারে মাসে ৫০০ টাকা করে ভাতা দেবে। তফসিলি জাতি ও উপজাতির ক্ষেত্রে এই ভাতা হবে মাসে হাজার টাকা। গৃহকর্ত্রীর নামে এই ভাতা প্রতিটি পরিবারে পৌঁছবে। অর্থনীতিবিদরা দীর্ঘদিন ধরে প্রতিটি পরিবারকে ন্যূনতম আয় পৌঁছে দেওয়ার কথা বলে আসছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এতে কান দিচ্ছে না। কিন্তু সীমিত ক্ষমতা নিয়ে রাজ্যে এই প্রকল্প রূপায়িত করার কথা ভেবেছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর ইস্তাহার আগামী পাঁচ বছরে রূপায়িত হলে বাংলার অর্থনীতি ও সমাজজীবনে আরও পরিবর্তন ঘটবে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

২০১১-তেও তিনি ইস্তাহারে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। তাঁর ইস্তাহারে সবচেয়ে বড় প্রতিশ্রুতি ছিল, ক্ষমতায় এলে সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরানো হবে। মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভার বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সিঙ্গুরের জমি অনিচ্ছুক কৃষকদের ফেরানোর। মন্ত্রিসভার বৈঠকের ওই সিদ্ধান্ত রূপায়ণের কাজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম দিন থেকেই মনোনিবেশ করেছিলেন।

ভোটের পর বিজেপিকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, ভিড়ে ঠাসা সভায় অভিষেক

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রীকে হারানোর জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনেকেই বাংলায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছেন। জঙ্গলমহলের পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার নির্বাচনী প্রচারে এসে বিজেপিকে এভাবেই কটাক্ষ করলেন সর্বভারতীয় যুব তৃণমূলের সভাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরুলিয়া শহরের উপকণ্ঠে ছররা ফুটবল ময়দান ওমান বাজারের জিতুজুড়ি জয়চণ্ডী ফুটবল ময়দান থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কটাক্ষ, রাস্তা ভাঙলে জেসিবি মেশিন দেখতে যত লোক হয় তার চেয়েও কম জমায়েত ছিল পড়শি এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সভায়। পুরুলিয়া রঘুনাথপুর মানবাজার ও ছররায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভায় ভিড় উপচে পড়েছিল। রঘুনাথপুরে হাজারি বাউরি, পুরুলিয়ায় সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানবাজারের সন্ধ্যারানি টুডুর সমর্থনে সভা করেন সাংসদ। মানবাজারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, দেশের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকাতে বিজেপির তাবড় নেতারা বাংলায় ডেলি প্যাসেঞ্জারি করছেন। কিন্তু জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রোখা যাবে না তা আরও একবার মনে করিয়ে দেন সাংসদ। শারীরিকভাবে আক্রমণ করে পা ভাঙলেও ভাঙা পায়েই খেলা হবে বলে জানান। জিতুজুড়ির মঞ্চ থেকে অভিষেকের হুংকার, যারা বাংলা বলতে পারে না তারা আবার সোনার বাংলা গড়ার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ঝাড়খন্ডে ক্ষমতায় থেকে ঝাড়খন্ডকে সোনার ঝাড়খন্ড করতে পারেনি। এখন বাংলার দিকে নজর পড়েছে। আয়ুষ্মান ভারত ও স্বাস্থ্য সাথীর তুল্যমূল্য বিচার করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আয়ুষ্মান ভারত সবার জন্য নয়, স্বাস্থ্য সাথী সবার। বিজেপি বাংলায় এলে সব পাল্টে দেবে। পুরুলিয়া ছাড়াও বাঁকুড়া শালতোড়া বাজারে এক বিশাল জনসভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পদ্মফুল উপড়ে ফেলে দেবে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার মানুষ রক্ত দেবে, তবু দিল্লির কাছে মাথা নত করবে না।'' শালতোড়ায় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সন্তোষ মণ্ডলের সমর্থনে জনসভা করেন সাংসদ। সভায় পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র সমালোচনা করতে শোনা যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। নন্দীগ্রামে মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন আক্রান্ত হয়েছিলেন জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''ভাঙা পা নিয়েই লড়াই হবে। বহিরাগতদের তাড়াতে হবে।''

পুরুলিয়ায় নির্বাচনী প্রচারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

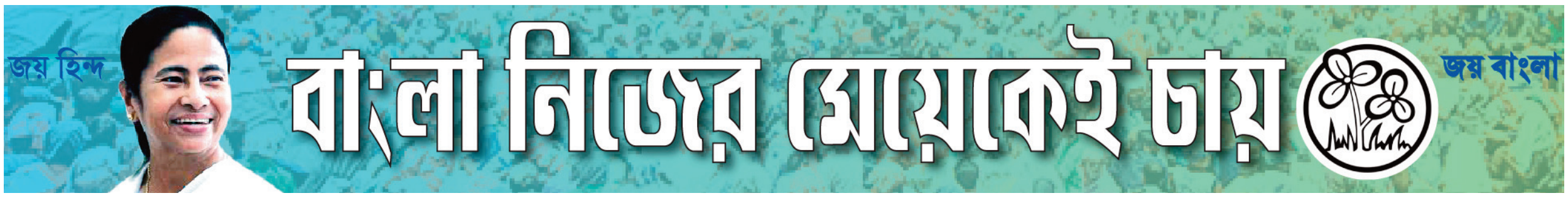

জঙ্গলমহলে জনজোয়ার

হুইল চেয়ারেই নির্বাচনী প্রচারে জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুরুলিয়ার ঝালদায়।

বাঁকুড়ার শালতোড়ায় জনজোয়ারে জননেত্রী।

গোপীবল্লভপুরের সভায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলাইকুণ্ডার সভায় তিন প্রার্থী জুন মালিয়া, প্রদীপ সরকার ও দিনেন রায়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : পুরুলিয়ার ঝালদা, বাঁকুড়ার শালতোড় থেকে ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর ও লালগড়, যেখানেই জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জনসভা করেছেন সেখানেই জনজোয়ার উপচে পড়েছে। জঙ্গলমহলের হাজার হাজার মানুষ দলবেঁধে, উৎসবের মেজাজে বিজেপিকে হারানোর শপথ নিয়ে হাজির হয়েছেন মা-মাটি-মানুষের নেত্রীর জনসভায়। লোকসভা ভোটে যে সমস্ত এলাকার মানুষ বিজেপি নেতাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে বিভ্রান্ত হয়ে গেরুয়া পার্টিকে সমর্থন করেছিল সেই জঙ্গলমহলেই এখন জোড়াফুলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। জনসভায় যখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে রাজ্যকে বঞ্চনার বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী জেহাদ ঘোষণা করেছেন তখন সমাবেশে হাজির প্রান্তিক মানুষরা দু'হাত মুঠো করে সমর্থন করেছেন। নন্দীগ্রামের বিরুলিয়ায় পায়ে চোট পাওয়ার পর হুইল চেয়ারে বসে বাংলা অগ্নিকন্যা প্রথম জনসভা করতে যান পুরুলিয়ার ঝালদায়। জননেত্রী আসার আগে ঠিক যতটা উৎকণ্ঠা ছিল, পৌঁছতেই তার চেয়ে কয়েকগুণ বেশি উচ্ছ্বাস নিয়ে আবেগরুদ্ধ সহস্র কণ্ঠে স্লোগান উঠেছে, 'খেলা হবে, খেলা হবে'। জননেত্রীর প্রতিটি ঘোষণাকে সমর্থন করে বুঝিয়ে দিয়েছে, দশবছরে মুখ্যমন্ত্রীর পরিষেবাকে মর্যাদা দিতেই সব ভোট যাবে জোড়াফুলে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে নেত্রীর জনসভায় হাজির জনতা বাংলার অগ্নিকন্যাকে সাক্ষী রেখে রেকর্ড ভোটে সমস্ত কেন্দ্রেই জোড়াফুল প্রার্থীদের জেতানোর শপথ নিয়েছেন।

ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুর এবং লালগড়ে জননেত্রীর দুই জনসভায় জনস্রোত আছড়ে পড়েছে। জঙ্গলমহলের দুই প্রত্যন্ত কেন্দ্রের আদিবাসী-সহ সাধারণ মানুষের জনপ্লাবন প্রমাণ করে দিল জঙ্গলমহল সংঘবদ্ধভাবে রয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পাশেই। যখন জঙ্গলমহলে বিরোধীদের সভায় মানুষের উপস্থিত নেই, সেই প্রায় একই জোনে তৃণমূল নেত্রীর মাত্র দুটি জনসভার পর জঙ্গলমহলের হাওয়া যে ঘুরে গিয়েছে, তা মেনে নিচ্ছেন নিচুতলার গেরুয়া কর্মীরাও। গোপীবল্লভপুর বিধানসভার বাহারুনা এবং ঝাড়গ্রাম বিধানসভার অন্তর্গত লালগড় ভিলেজ মাঠে চার প্রার্থীর হয়ে প্রচার জনসভায় দুপুরের গনগনে রোদ উপেক্ষা করেই মমতা ম্যাজিকে সভায় হাজির ছিলেন হাজার হাজার মহিলা। নিজের ঘরের মেয়ের বক্তব্য শোনার জন্য দলে দলে মানুষ ভিড় জমিয়েছিল দুই জনসভাতেই।

বেলপাহাড়ির প্রত্যন্ত সন্ধ্যাপাড়া অঞ্চলের সীতাপুর গ্রাম থেকে আসেন বৈদ্যনাথ মুর্মু। সভা শেষে তিনি বলেন, "দিদিই থাকবেন আমাদের। দিদির কাছ থেকে সব কিছুই পেয়েছি। দিদি থাকলেই আমরা অনেক ভাল থাকব।" সভাফেরত রীতা মান্ডি বলেন, " আদিবাসীদের জন্য দিদি যে সমস্ত প্রকল্প চালু করেছেন তা স্বাধীনতার পর অন্য কেউ করেনি। তাই ভোটে বার বার দিদিকে ফিরিয়ে আনব।" মুখ্যমন্ত্রীর প্রতিটি কথার পরেই ধ্বনি উঠছিল, 'খেলা হবে।' মুখ্যমন্ত্রী মা-বোনদের হাতা-খুন্তি নিয়ে খেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলেন। ঝাড়গ্রাম মুখ্যমন্ত্রীর হাতের তালুর মতো চেনা। এক সময় অনুন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু ঝাড়গ্রাম জেলার বেলপাহাড়ি থেকে শুরু করে লালগড়, সর্বত্র ছিল একই চিত্র। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বক্তব্যে মনে করিয়ে দেন, আগে কেমন অবস্থায় ছিল ঝাড়গ্রাম। বর্তমানে এই তৃণমূল সরকারের আমলে কী কী কাজ হয়েছে, তারও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। সভায় তৃণমূলের নেত্রীর বক্তব্যে উপস্থিত মানুষ ঘনঘন হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানান।

জনসভায় পৌঁছে একযুগ আগে রক্তাক্ত জঙ্গলমহলের ভয়ংকর দিনের কথা উল্লেখ করে জননেত্রী জানিয়ে দেন, ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় শান্তি ফিরিয়েছে তৃণমূল। বলেছেন,"আপনাদের সবার সহযোগিতায় শান্তি ফেরাতে পেরেছি জঙ্গলমহলে। আমি আপনাদের পাহারাদার। আমি থাকতে আপনাদের কোনও ক্ষতি করার সাহস কেউ দেখাতে পারবে না। দেব না সেই সাহস দেখাতে।" মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোকসভা ভোটে জিতে একটা স্কুলও করেনি বিজেপি। বাংলার অগ্নিকন্যা প্রশ্ন তোলেন, পিএম কেয়ারের টাকা কোথায় গেল? কেন রেল সেল এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি হচ্ছে? এমন দীর্ঘ অভিযোগ জানিয়ে মা-মাটি-মানুষের নেত্রীর সাফ কথা, "আগে প্রধানমন্ত্রী এর জবাব দিন। না দিলে বাংলার ভোটের পর তাঁকে গদি থেকে সরিয়ে দেবে মানুষ।" কোভিড-আমফানের সময় জঙ্গলমহলের পাশে বিজেপি সাংসদরা কেউ ছিলেন না মনে করিয়ে সভায় জননেত্রী বলেন, সারাবছর আপনাদের পাশে ছিল তৃণমূল।

বিনামূল্যে টিকার প্রস্তাবে কেন্দ্র চুপ, ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : করোনা ছড়িয়ে পড়ার দিন থেকেই বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাস্তায় নেমে সামাজিক দূরত্ব পালনের গন্ডি কাটাই হোক, কিংবা লকডাউনে বাড়িতে বাড়িতে দু' টাকা কিলোর চাল পৌঁছে দেওয়া। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা দিয়েছেন মা মাটি মানুষের সরকার সর্বদা মানুষের পাশে। রাজ্যে টিকাকরণ শুরু হওয়ার পরেও ফের প্রকট হয়েছে তাঁর মানবিক মুখ। সরকারি হাসপাতালে টিকা পাওয়া যাচ্ছে বিনামূল্যে। কিন্তু বেসরকারি স্বাস্থ্য ক্ষেত্রগুলিতে টিকা নিতে গেলে আড়াইশো টাকা খরচ হবে। প্রাথমিকভাবে চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং প্রথম সারির করোনা যোদ্ধাদের টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। পরবর্তী ধাপে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তি এবং কোমর্বিডিটি (সুগার, উচ্চরক্তচাপ) রয়েছে এমন ব্যক্তিরা টিকা পাচ্ছেন। কিন্তু এই শ্রেণির বাইরেও রয়েছেন বাংলার এক বিশাল সংখ্যার মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিম্নবিত্ত, প্রান্তিক এলাকায় থাকেন। তাঁদেরও বিনামূল্যে টিকা দেওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সে বিষয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রীকে চিঠিও লিখেছিলেন তিনি। সেই চিঠির উত্তর না পাওয়াতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। গত ফেব্রুয়ারি মাসে মোদিকে দেওয়া চিঠিতে মমতা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে টিকা দিতে চায় মা মাটি মানুষের সরকার। সম্প্রতি বাঁকুড়ার ছাতনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভোট ঘোষণার আগেই আমি চিঠি লিখেছিলাম প্রধানমন্ত্রীকে। চিঠিতে আবেদন করেছিলাম, সমগ্র রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে এই টিকার ইঞ্জেকশনটা দেওয়া হোক। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখনও অনুমতি দেয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রাজ্যের ১০ কোটি লোকের মধ্যে যদি ৩ লাখ লোক করোনার ভ্যাকসিন পায় আর বাকিরা না পায়, তাতে সমস্যা হবে। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বারংবার আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছি, বিনামূল্যে টিকার ব্যবস্থা করুন। যা খরচ হয় তার দাম আমরা দিয়ে দেব। তারপরেও সেটা করল না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, এই কেন্দ্রের সরকার শুধু দাঙ্গা লাগায়। কিন্তু মানুষের উন্নয়নের কোনও কাজ করে না। গত ফেব্রুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় সরকারকে দেওয়া চিঠিতে মমতা স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, রাজ্যবাসীকে বিনামূল্যে টিকা দিতে চায় তাঁর সরকার। সে জন্য প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র দেওয়া হোক। চিকিৎসকরাও বলছেন, ভোটের আগে রাজ্যবাসীর টিকাকরণ প্রয়োজনীয়। সে কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল চিঠিতে। চিঠির মাধ্যমে মমতা জানিয়েছিলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্মী, পুলিশ কর্মী, পুর কর্মী-সহ প্রথম সারির করোনা যোদ্ধাদের টিকাকরণের কাজ চলছে। রাজ্যে সামনেই ভোট, প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী এবং সরকার পোষিত সংস্থার কর্মীদের অবিলম্বে টিকাকরণের প্রয়োজন রয়েছে। যাতে কোভিডের চোখরাঙানি ছাড়াই ভোট পর্ব সম্পন্ন করা যায়। টিকাকরণ ছাড়াই সাধারণ মানুষ এবং যাঁরা ভোটের দায়িত্ব সামলাবেন তাঁদের এগোতে দেওয়া কাম্য হবে না বলেই মত মুখ্যমন্ত্রীর।

বাংলায় বিজেপির কোনও জায়গা নেই : জননেত্রী

জাগো বাংলা নিউজ ব্যুরো : বাংলাকে তিনি কোনওমতেই বিক্রি হতে দেবেন না। নিজের সর্বস্ব দিয়ে বাংলাকে বিক্রির চক্রান্ত রুখে দেবেন জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা বিভাজনের চেষ্টার বিরুদ্ধেও তিনি আগে গর্জে উঠেছিলেন। রুখে দিয়েছিলেন সেই অপচেষ্টা। এবার ভোট প্রচারে বেরিয়েও মা-মাটি-মানুষের দলের নেত্রী ঠারেঠোরে বুঝিয়ে দিয়েছেন, বহিরাগতরা বাংলার গায়ে একটি আঁচড় দিলেও শেষ দেখে ছাড়বেন তিনি। বাংলায় বিজেপির কোনও জায়গা নেই। ট্রেনে করে বহিরাগত গুন্ডা ঢোকানো হবে, ভোট লুঠ করবে। বাংলার মানুষ তাদের রুখবে।

হাতে গোনা কয়েকদিন পরেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন শুরু হবে। বাইরের হানাদাররা ঝাঁপিয়ে পড়েছে বাংলা দখলে। কুৎসিত ভাষায় বাংলার মানুষকেও আক্রমণ করা হয়েছে। এই সবের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন সর্বজনপ্রিয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চষে ফেলছেন বাংলা। জঙ্গলমহলে প্রচারে গিয়ে বিদ্ধ করেছেন সেইসব চক্রান্তকারীদের। যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী আনা হয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা বাংলায় ঝাঁপিয়ে পড়েছেন তাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশঙ্কা, অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট না ও হতে পারে। তিনি বলেন, "এক হাজার মন্ত্রী এসেছে। আমফান হলে আসে না। মানুষ বিপদে পড়লে আসে না। বাইরে থেকে গুন্ডা আনা হচ্ছে। টাকা বিলানো হচ্ছে। কুৎসা ছড়াচ্ছে। বাংলা কিছুতেই ওরা পাবে না। রিগিং করতে এলে সাধারণ মানুষ রুখবেন। গ্রামের ছেলেরা যেমন কবাডি খেলে, সেরকমই কবাডির প্যাঁচে কাত করে দিন বিজেপিকে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর কথা শুনবেন না। ভোটবাক্স নিজেদেরকেই পাহারা দিতে হবে।" তৃণমূল নেত্রী বলেন, "সারা দেশে হতাশা। নিজেদের রাজ্যগুলি নরক। দুঃশাসনের সবচেয়ে বড় ফ্যাক্টরি বিজেপি। বাংলায় ওদের জায়গা নেই।"

সব সভাতেই উপচে পড়া ভিড়। হুইল চেয়ারে চেপে সমাবেশে মানুষের মাঝে যাচ্ছেন নেত্রী। বিশাল সমাবেশ সবক্ষেত্রে। একটি বার প্রিয় নেত্রীকে দেখার আগ্রহ, তাঁর ভাষণ শোনার চেষ্টা। কারণ, বাংলাকে বহিরাগতদের হাতে তুলে দেওয়া যাবে না। পুরুলিয়ার পর বাঁকুড়ার শালতোড়া, রাইপুর, ছাতনা। সর্বত্র মানুষের কাছে নেত্রীর আর্জি, "মনে রাখবেন, বছরে তিনশো মানুষ খুন হত এই সব এলাকায়। আজ শান্তি এসেছে। বিজেপি জিতলে শান্তি থাকবে না। যাঁরা জিতেছে দু'বছরে কোনও কাজ করেনি। করবেনও না।" বাঁকুড়া জেলায় তিনটি সভা করেন। সর্বত্র তাঁর নিশানায় ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তৃণমূল নেত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, নিরপেক্ষ ভোট চাই, না হলে তিনি ধরনায় বসবেন। বলেন, "হোম মিনিস্টার কলকাতায় বসে চক্রান্ত করছেন। কোথায় কাকে গ্রেফতার করা হবে, নির্দেশ দিচ্ছেন। ভোটের সময় কেন এটা হবে। নির্বাচন কমিশন দেখুক। আমরা অবাধ ভোট চাই। কমিশনের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু তাদের অমিত শাহ চালাচ্ছেন না তো? তাঁর হস্তক্ষেপ আমরা মানব না। সমর্থন নেই বলে গায়ের জোরে ভোট লুঠ করতে দেব না।" একের পর এক পুলিশ প্রশাসনে বদলি নিয়ে ক্ষুব্ধ নেত্রী বলেন, "যে করে হোক মমতাকে শেষ করতে হবে। আমার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিকিউরিটি অফিসারকে পর্যন্ত সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রসচিবকে সিবিআই নোটিস দিয়েছে। এই বাড়াবাড়ি চললে ভাঙা পা নিয়ে কমিশন অফিসের সামনে ধরনায় বসব।" বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, "মানুষ ওদের বিশ্বাস করে না। কৃষক, শ্রমিক, তফসিলি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, সবার উপর অত্যাচার করে। তাই মানুষ ওদের সঙ্গে নেই। আমায় খুন করতে চাইছে। খুন করলেও এবার গোল্লা পাবে।" নেত্রী এমনও অভিযোগ করেন, কফি হাউসে ওরা গুন্ডামি করেছে। বাংলার ঐতিহ্য কফি হাউস। সেখানে গিয়ে সেখানকার ঐতিহ্য নষ্ট করেছে। বিজেপি এরকমই। এরা রাবণের দল, মেয়েদের উপর অত্যাচারকারী দল, দাঙ্গাবাজ দল।

পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশিয়াড়িতে সভায়ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি স্পষ্ট বলেন, "আমাকে পথে থাকতে হবে। বিজেপি বাংলার সর্বনাশ করবে। একটা পচা-ধচা দাঙ্গাবাজ দুর্যোধন দুঃশাসনের দল। ভোট এলেই সামনে হরি হরি, পিছনে ডাকাতি করি। বাইরে থেকে লোক এনে ভোট লুঠ করতে চাইছে। এদের ভোট দেবেন না।"

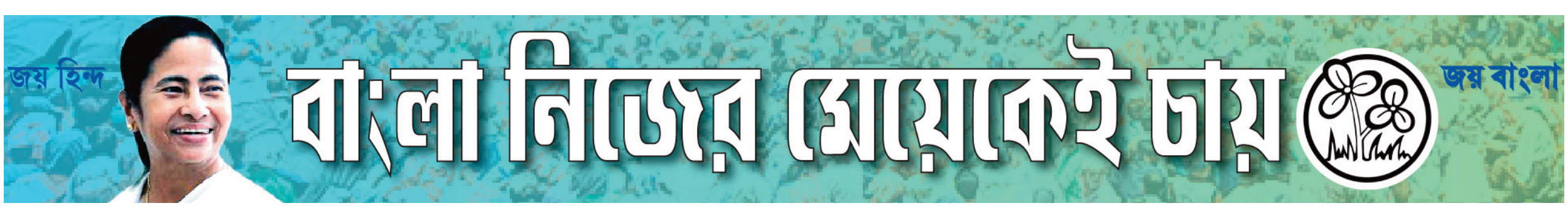

আবেদন

বিগত ১০ বছরের এই পথ চলায় তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে থেকে অনন্ত সমর্থন জানানোর জন্য এবং আমার উপর অফুরান আস্থা রাখার জন্য আমি বাংলার প্রতিটি মানুষকে আমার হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। ২০১১ সালে যেদিন থেকে আমরা ক্ষমতায় এসেছি, আমাদের একমাত্র লক্ষ্য থেকেছে বাংলাকে উন্নয়ন, প্রগতি ও সমৃদ্ধির শীর্ষে নিয়ে যাওয়া এবং আমরা সেই লক্ষ্যের পরিপূর্ণ রূপায়ণের লক্ষ্যে অবিচল। বাংলার প্রতিটি অংশের মানুষ এই পথ চলায় আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছেন, যা বাংলার আগামী দিনের সার্বিক উন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে সাহায্য করেছে। সেই দিন থেকে মিশন-মোডে নেওয়া অসংখ্য উদ্যোগ বদলেছে মানুষের জীবন, যা আমাদের আরও এগিয়ে যেতে উৎসাহিত করেছে। উন্নয়নের যে ভিত্তিপ্রস্তর আমরা ১০ বছরে স্থাপন করেছি, তা বাংলার মুকুটে যুক্ত করেছে দেশ ও বিদেশের বহু সম্মান। আমি কথা দিচ্ছি, বিগত ১০ বছরের উন্নয়নের ধারা বজায় থাকবে, শুধু তাই না বরং তা আরও দ্রুতগামী হবে।

সময় এসে গেছে আমাদের বিগত ১০ বছরের কাজের পর্যালোচনা করার। এই সকল বাধা, বিপত্তির মাঝেই অর্থনীতিতে বাংলাকে দেশের অন্যতম শক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিগত ১০ বছরে আমরা যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি তার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলা আজ দেশের মধ্যে শীর্ষে। বাংলার মানুষের মাথাপিছু গড় আয় দ্বিগুণেরও বেশি বেড়েছে, বাজেট বেড়েছে তিনগুণ। শিক্ষার আলো দেখিয়ে লক্ষ লক্ষ পড়ুয়াদের আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পকে করা হয়েছে সর্বজনীন। খাদ্যসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা মানুষের খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছি। গ্রামীণ পরিবারগুলির জন্যও আমরা বাংলা আবাস যোজনায় প্রচুর পাকা বাড়ি তৈরি করেছি। বাংলায় আজ প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ সংযোগ সম্পূর্ণ হয়েছে, লক্ষাধিক কিলোমিটার নতুন ও উন্নততর সড়ক তৈরি হয়েছে। কৃষকেরা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড এবং তাদের পাশে থাকার জন্য আমরা বাংলার বাজেট ৫ গুণ বৃদ্ধি করেছি। পঞ্চায়েতে মহিলা সংরক্ষণ বাড়ানো হয়েছে। আমার তফসিলি ভাই, বোনেদের জন্য যে সকল কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি আছে, তার বাজেট দ্বিগুণ বৃদ্ধি করেছি। বাংলা আজ ১০০ দিনের কাজে প্রথম। অর্থনীতি, শিল্প, নারী ক্ষমতায়ন, সংখ্যালঘু ও অনগ্রসর শ্রেণি, তফসিলি এবং বাংলার প্রতিটি সাধারণ মানুষের উন্নতি, কর্মসংস্থান - প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়ে থাকবে বাংলা, এই আমার প্রতিজ্ঞা।

বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, বাংলার প্রতিটি অংশের মানুষের ভালো-মন্দের মাঝে একসাথে বেঁচে থাকা আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ। এই শিক্ষা আমাদের উত্তরাধিকার, যা আমরা এই পুণ্যভূমির সকল মনীষী, যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কবি কাজী নজরুল ইসলাম, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা, বাবাসাহেব আম্বেদকর, হরিচাঁদ ঠাকুর, গুরুচাঁদ ঠাকুর, বিরসা মুন্ডা, রঘুনাথ মুর্মু, মহাত্মা গান্ধী, সিধু, কানহু, গুরু নানক, মাতঙ্গিনী হাজরা, মাস্টারদা সূর্য সেন, ক্ষুদিরাম বসুর থেকে পেয়েছি। এই উত্তরাধিকারকে এবং ভারতবর্ষের প্রতি বাংলার প্রাণ ভরা সমর্থনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের লড়াই চলবে। আমার মাতৃভূমির কাছে আমি চিরঋণী এবং বাংলার মেয়ে হিসাবে আমি আমাদের মাতৃভূমির চরণে আমার জীবন উৎসর্গ করেছি।

কিন্তু বিগত ৭ বছরে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিনিয়ত তার একনায়কতন্ত্র ও বিভেদের রাজনীতির আঘাতে দেশের মানুষকে বিধ্বস্ত করছে যা অত্যন্ত দুঃখজনক। আমাদের এর বিরুদ্ধে গর্জে উঠতেই হবে কারণ আমাদের ইতিহাস ও মাটি আমাদেরকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর শিক্ষা দিয়েছে। প্রতিদিন খবরের কাগজের পাতা ভরে উঠছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা নারী নির্যাতন এবং দলিত ও কৃষকদের উপর নৃশংস অত্যাচারের ঘটনায়। এই দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে আমার একমাত্র লক্ষ্য থেকেছে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত মানুষের হকের জন্য লড়াই করা। আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে যে বাংলায় যেন অত্যাচারের এই সংস্কৃতি প্রবেশ না করতে পারে এবং একই সাথে রাজ্যের বাইরে যারা প্রতিনিয়ত অত্যাচারের শিকার হচ্ছেন, তার বিরুদ্ধে সোচ্চারে প্রতিবাদ জানাতে হবে, কারণ সেটাই আমাদের প্রতি আমাদের অগ্রজদের শিক্ষা।

দুর্ভাগ্যবশত, এই দিশাহীন কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি কৃত্রিম সংকট বহু মানুষকে ঠেলে দিয়েছে মৃত্যুর মুখে।

সেই সংকটের সাথে ২০২০ সাল, সমগ্র বিশ্বের পাশাপাশি বাংলার জন্যেও কঠিন সময় ছিল। কোভিড-১৯ অতিমারীর মধ্যেই বাংলার উপর আছড়ে পড়ে আস্ফান। কিন্তু বাংলা হার মানেনি। মানুষের উন্নতির লক্ষ্যে এই সময়ে শুরু হয়েছে বহু নতুন প্রকল্প। যে সকল সম্প্রদায়ের উন্নয়নমূলক কাজ আটকে ছিল তাদেরকে চিহ্নিত করে সমাধানের রাস্তা খুঁজে বার করা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিপরীতে দাঁড়িয়ে, এই সময়কালে অধরা ছিল কেন্দ্রীয় সহায়তা উপরন্তু কেন্দ্রীয় সরকার হাজার হাজার কোটি টাকা পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে

পাঁচের পাতায়

১

অর্থনীতি

অজস্র সুযোগ, সমৃদ্ধ বাংলা

মূল লক্ষ্য

● দেশের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি। জিডিপি-র আয়তন ₹১২.৫ লক্ষ কোটি ও বার্ষিক মাথাপিছু আয় ₹২.৫ লক্ষেরও বেশি

● ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষ ২০১১-র ২০% থেকে কমিয়ে ৫%-এর নীচে

● বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান, বেকারত্বের হার অর্ধেক।

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

» জিএসডিপি বৃদ্ধি: গত ১০ বছরে, বাংলার জিডিপি (ধ্রুবক মূল্যে এনএসভিএ) ₹৪.৫১ লক্ষ কোটি থেকে বেড়ে ₹৬.৯ লক্ষ কোটি (৫৩%) ↑ হয়েছে।

» মাথাপিছু আয়: প্রতি ব্যক্তির গড় আয় ২০১০ সালের ₹৫১,৫৪৩ থেকে দ্বিগুণ হয়ে ২০১৯ সালে ₹১,০৯,৪৯১ হয়েছে।

» রাজ্যের ফিসকাল ডেফিসিট (আর্থিক ঘাটতি) গত কয়েক বছর ধরে হ্রাস পাচ্ছে। জিএসডিপির শতকরা হিসাবে রাজ্যের ফিসকাল ডেফিসিট (আর্থিক ঘাটতি) ২০১০-১১ সালের ৪.২৪% থেকে ধারাবাহিকভাবে কমে ২০১৯-২০ সালে ২.৯৪% হয়েছে।

» রাজ্যের নিজের কর রাজস্ব সংগ্রহ গত ৯ বছরে বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি ৯ বছরের ব্যবধানে প্রায় তিনগুণ বেড়ে ₹২১,১২৮ কোটি থেকে ₹৬০,৬৬৯ কোটি হয়েছে।

» ২০১০-১১ থেকে ২০১৯-২০ সময়কালে ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচার প্রায় সাত গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০-১১ সালের ₹২,৬৩৩.৪৩ কোটি থেকে ২০১৯-২০ সালে ₹১৭,২৩৬.৮৩ কোটি হয়েছে।

» ক্ষেত্র বৃদ্ধি: কৃষি ও অনুসারী পরিষেবা ৩০%, শিল্প ৬০% এবং পরিষেবা ক্ষেত্র ৬২% বৃদ্ধি পেয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের আনুমানিক বাজেট ব্যয় ২০১০-১১ সালের ₹৮৪,৮০৪ কোটি থেকে ৩.৫ গুণ বেড়ে ২০২১-২২ সালে ₹২.৯৯ লক্ষ কোটি টাকা হয়েছে

» বিদেশী পর্যটক আগমনের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এখন পঞ্চম স্থানে রয়েছে এবং ২০১৯-২০ সালে কেরালা এবং গোয়ার মতো রাজ্যের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে

» ২০১১ সাল থেকে আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য ৯৫% এবং অভ্যন্তরীণ যাত্রীদের মধ্যে ১৩২% বৃদ্ধি হয়েছে

» দুয়ারে সরকার : এই উদ্যোগের আওতায় রাজ্যজুড়ে ৩২,৮৩০টি শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল এবং সরকারি প্রকল্পগুলির সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলির তাৎক্ষণিক সমাধানের জন্য ২.৭৫ কোটি মানুষকে সুবিধা। এবং স্বাচ্ছন্দ্য প্রদান করা হয়েছিল

» পাড়ায় সমাধান : এই অভিযানটির প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল যে প্রকল্পগুলির পুনর্নির্মাণ বা পুনর্বহাল প্রয়োজন সেগুলিকে শক্তিশালী করা, স্থগিত বা অসম্পূর্ণ প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করা, এবং বাসিন্দাদের ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষাকে মেটাতে নতুন প্রকল্প শুরু করা। জনগণের অভাবনীয় সাড়া পেয়ে আমরা ১০,০০০টিরও বেশি সামাজিক স্তরের সমস্যার সমাধানে সাফল্য পেয়েছি।

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. দেশের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি যার জিডিপি-র আয়তন ₹১২.৫ লক্ষ কোটি ও বার্ষিক মাথাপিছু আয় ₹২.৫ লক্ষেরও বেশি

₹৭.৯৩ লক্ষ কোটি (২০১৯-২০২০) জিএসডিপি-সহ (ধ্রুবক মূল্য) পশ্চিমবঙ্গ দেশের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি। গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গের জিএসডিপি ৫৩% বৃদ্ধি হয়েছে। রাজ্যের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ₹১.১৫ লক্ষ (২০১৯-২০২০)। ২০১৫ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত রাজ্যের বার্ষিক জিএসডিপি বৃদ্ধির হার ছিল ৬.৬৭%। এই বৃদ্ধির গতি বেড়ে ৯% হারে হবে, যা রাজ্যকে দেশের অর্থনীতিতে শীর্ষ ৫টির রাজ্যের মধ্যে আনবে। এর ফলে হওয়া অতিরিক্ত সুবিধা মাথাপিছু আয় দ্বিগুণ করবে যা ₹২.৫ লক্ষের বেশি হবে।

2. ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা মানুষ ২০১১-র ২০% থেকে কমিয়ে ৫%-এর নীচে

রাজ্যে ১.৮৫ কোটি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে (২০১২)। ২০০৫ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে, বছরব্যাপী দারিদ্র্য হ্রাসের হার ছিল ৭%, জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য সামঞ্জস্য রেখে। আগামী পাঁচ বছরে, অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি এবং একটি বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা জালের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ চূড়ান্ত দারিদ্র্য (২০২১-২০২৬) থেকে বর্তমানের তুলনায় ৩৩% বেশি হারে অতিরিক্ত ৩৫ লক্ষ মানুষকে উন্নীত করবে।

3. বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান, বেকারত্বের হার অর্ধেক।

প্রায় ২১ লক্ষ বেকার রয়েছেন, এবং জিডিপির আকার বৃদ্ধি এবং শিল্প খাতের প্রসারণের ফলে প্রতি বছর অতিরিক্ত ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে যার ফলে রাজ্যে বেকারত্বের হার অর্ধেক হবে।

4. পর্যটনে শীর্ষ ৩ রাজ্যের মধ্যে স্থানাধিকার।

রাজ্য ধারাবাহিকভাবে পর্যটন শিল্পে ভালো কাজ করে আসছে। ২০১২ সালের ষষ্ঠ স্থান থেকে আমাদের রাজ্য ২০১৯ সালে পঞ্চম স্থানে উঠে এসেছে। এই ক্ষেত্রে বিনিয়োগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পশ্চিমবঙ্গ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যটকদের আগমনের ক্ষেত্রে দেশব্যাপী শীর্ষ ৩ রাজ্যের মধ্যে উন্নীত হবে।

5. বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হবে দুয়ারে সরকার ও পাড়ায় সমাধান দুটি।

অভিনব উদ্যোগ, দুয়ারে সরকার এবং পাড়ায় সমাধানের সাফল্যের কারণে আমরা এই দুটি উদ্যোগই প্রতি বছর দু'বার করে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি - একবার আগস্ট-সেপ্টেম্বরে এবং আরেকটি ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে। আমরা নিশ্চিত করতে চাই যে সমস্ত সরকারি প্রকল্পগুলির সুবিধা এবং পরিষেবাগুলি যাতে উপভোক্তাদের দুয়ারে পৌঁছয়।

6. হাই-পারফরম্যান্স ডেলিভারি ইউনিট গড়ে তুলে সুনিশ্চিত করা হবে সকল জরুরি পরিষেবার কার্যকারিতা।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ পারফরম্যান্স ডেলিভারি ইউনিট পরিষেবা সরবরাহের উন্নতির জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং পারফরম্যান্স মূল্যায়নের মাধ্যমে অগ্রাধিকার, এবং তার সাথে সরকারি নীতিমালাগুলির কার্যকরী বাস্তবায়ন এবং শেষ মাইল বিতরণ নিশ্চিত করবে। এই ইউনিটটি মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করবে এবং বিশেষভাবে নিযুক্ত প্রধান অধ্যক্ষের নির্দেশে পরিচালিত হবে। রাষ্ট্রীয় স্তরের নীতি নির্ধারণকে আরও সঠিকভাবে অবহিত করার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা, প্রতিক্রিয়া এবং সরকারের নীতিমালা ও কর্মসূচি সম্পর্কিত অভিযোগসমূহের সহযোগিতা ও বিশ্লেষণের জন্য জনগণ ও মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগের মাধ্যমকে সক্ষম করার লক্ষ্যে এই ইউনিট সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

7. বিধান পরিষদের পুনর্গঠন।

আমরা রাজ্যের আইনসভায় একটি নতুন চেম্বার পুনরায় প্রবর্তন ও স্থাপন করব, যা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত হবে, যাঁরা রাজ্যের কার্যকারিতায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করবে। ভারতীয় সংবিধানের ১৬৯ (১) অনুচ্ছেদ অনুসারে রাজ্য বিধানসভায় একটি প্রস্তাব পাস করার মাধ্যমে বিধান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হবে, তারপরে সংসদকে এটির জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে এবং সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা মেনে এর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে হবে।

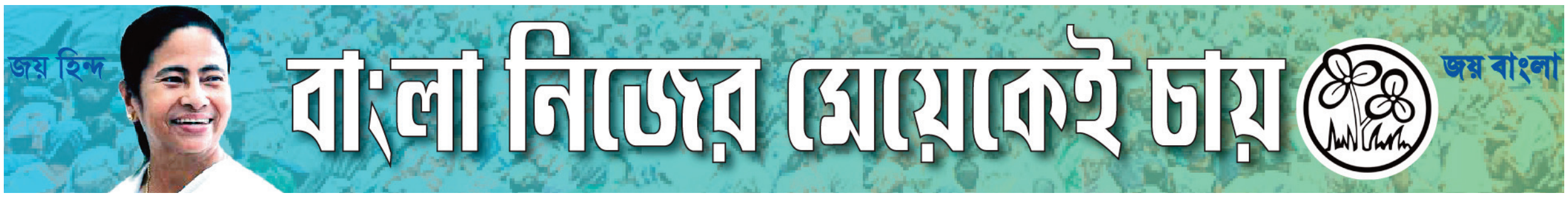

আবেদন

চারের পাতার পর

আমাদের। যা এক অর্থে এই যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ভেঙে দেওয়ার দিকে একটি পদক্ষেপ। কিন্তু এই সংকটেও বাংলা তার নিজের মেয়ের উপর যেভাবে ভরসা রেখেছে তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

আমাদেরকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যাতে বাংলার উন্নয়ন থেমে না থাকে, তাই তৃতীয়বার বাংলার মানুষের সেবায় নিয়োজিত হওয়ার লক্ষ্যে আমার আন্তরিক প্রতিশ্রুতি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি, যার মাধ্যমে উন্নততর বাংলা তৈরির পথে আমরা এগিয়ে যাবো। সম্মিলিত ও সামগ্রিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলার প্রতিটি বিধানসভার মানুষের মতামত এবং জনগণের দাবিকে একত্রিত করে সকলের সাথে সুদীর্ঘ আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা দশটি স্তম্ভ তৈরি করেছি। দেশের মধ্যে বাংলাকে অন্যতম শীর্ষস্থানীয় রাজ্যের মধ্যে একটিতে পরিণত করার জন্য নির্বাচিত এই ১০টি ক্ষেত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনীতি গড়ব আমরা এবং ৩৫ লক্ষ মানুষকে চরম দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করব। বেকারত্বের হার অর্ধেক করতে বার্ষিক ৫ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান করা হবে। প্রথমবার বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রকল্প শুরু করা হবে যেখানে ১.৬ কোটি যোগ্য জেনারেল ক্যাটেগরির পরিবারের কর্ত্রীকে মাসিক ₹৫০০ ও তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারের কর্ত্রীকে ₹১,০০০ করে সহায়তা প্রদান করা হবে। বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড প্রকল্প আনা হবে। সেখানে ₹১০ লক্ষ ক্রেডিট লিমিট থাকবে মাত্র ৪% সুদে, যাতে তারা মা-বাবার উপরে নির্ভরশীল না থাকে। খাদ্যসাথী প্রকল্পের নতুন ব্যবস্থায় এখন আর রেশন দোকানে যাওয়ার প্রয়োজন থাকবে না। ১.৫ কোটি পরিবারের দুয়ারে মাসিক রেশন সরবরাহের ব্যবস্থা করা হবে। কৃষকরা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড, তাই তাদের সার্বিক উন্নতির জন্য কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থের পরিমাণ বাড়িয়ে বার্ষিক ২১০,০০০ একর পিছু সহায়তা করা হবে প্রান্তিক কৃষকদের। এক শিল্পোন্নত বাংলা গড়ে তুলতে আমাদের ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের স্বাবলম্বী করতে হবে। সেই উদ্দেশ্যে আমরা বার্ষিক ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই গঠন করব। স্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ করে আমরা উন্নততর পরিষেবা দেব বাংলাকে। ২৫ লক্ষ অতিরিক্ত স্বল্পমূল্যের আবাসন নির্মাণ এবং সকলকে নলযুক্ত পানীয় জল ও উন্নত নিকাশি ব্যবস্থা প্রদানের মধ্য দিয়ে মানুষকে দেব নিরাপত্তার আশ্রয়।

সেই সকল সম্প্রদায়, যেমন মাহিষ্য, তিলি, তামুল, সাহা, যারা ওবিসি হিসেবে স্বীকৃত নয় কিন্তু মণ্ডল কমিশনের প্রস্তাবিত তালিকাভুক্ত সেই সম্প্রদায়গুলির ওবিসি স্ট্যাটাস পরীক্ষা ও প্রস্তাব করার জন্য একটি স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স গঠন করব। এর সাথে মালদা অঞ্চলে বসবাসকারী কিষাণ জাতির মানুষদের দীর্ঘ দিন ধরে তফসিলি উপজাতি হিসেবে নিবন্ধিকরণের দাবি পূরণ করা হবে। মাহাতো সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করব। তরাই - ডুয়ার্স অঞ্চলে সামগ্রিক উন্নয়ন ও উন্নতির জন্য আমরা একটি স্পেশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করব যেখানে ওই অঞ্চলের প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে। আমি এই অঞ্চলে দীর্ঘস্থায়ী শান্তি ও উন্নয়নের জন্য এবং পাশাপাশি স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানোর জন্য নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সহ পাহাড়ের মূল অংশীদার এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করব। বিগত দশ বছরের উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে, আগামী পাঁচ বছরে এই স্তম্ভগুলির পরিপূর্ণতাই আমার ১০ অঙ্গীকার।

আমি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, আপনাদেরকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে আগামী পাঁচ বছরে আমাদের সকল প্রতিশ্রুতিকে পরিপূর্ণ করতে যেকোনও অসম্ভবকে সম্ভব করব আমি। বাংলার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে, আমি আমার মা-মাটি-মানুষকে আবেদন জানাচ্ছি জোড়াফুল চিহ্নে বোতাম টিপে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দিন, বাংলার সর্বত্র, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদেরকে ভোট দিন যাতে আমরা আমাদের শান্তিপূর্ণ সম্প্রীতির জীবনকে বিপর্যস্ত করতে চাওয়া বহিরাগত শক্তিকে প্রতিহত করতে পারি এবং বিগত দশকের সুশাসনের সার্বিক প্রগতি এবং উন্নয়নের পথে এগিয়ে গিয়ে বাংলাকে উন্নততর উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারি। আপনাদের আশীর্বাদ, সমর্থন ও ভালোবাসা দিয়ে আসুন গড়ে তুলি তৃতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সরকার!

জয় হিন্দ। জয় বাংলা। জয় মা-মাটি-মানুষ।

মমতা ব্যানার্জী

২

সামাজিক ন্যায় ও সুরক্ষা

প্রতি পরিবারকে, ন্যূনতম মাসিক আয়

মূল লক্ষ্য

● বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রকল্প- ১.৬ কোটি যোগ্য পরিবারের কর্ত্রীকে মাসিক আর্থিক সহয়তা - মাসিক ₹৫০০ করে জেনারেল ক্যাটেগরি (বার্ষিক ₹৬,০০০) ও ₹১,০০০ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারকে (বার্ষিক ₹১২,০০০)

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

জঙ্গলমহল অঞ্চল

» **পশ্চিমবঙ্গ কেন্দু সংগ্রহকারীদের সামাজিক সুরক্ষা স্কিম, ২০১৫:** আদিবাসী উন্নয়ন বিভাগ পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং ঝাড়গ্রামের দরিদ্র কেন্দু পাতা সংগ্রহকদের দুর্ঘটনায়, চিকিৎসার জন্য এবং শেষকৃত্যে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য কেন্দু পাতা সংগ্রাহকদের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প চালু করেছে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রায় ৩৫,০০০ জন প্রার্থী নিবন্ধিত হয়েছেন।

» ২০২০ সালে জঙ্গলমহল ব্যাটেলিয়ন গঠিত হয়েছে যার সদর দফতর ঝাড়গ্রাম জেলায়

» পাঁচটি জেএপি জেলায় অবস্থিত ৩৪টি ব্লকে জঙ্গলমহল অ্যাকশন প্যাকেজ কার্যকর করা হয়েছে

পাহাড় এবং চা বাগান

» ২০২১-২২ অর্থবর্ষে ₹১১,৫২৩.৪৫ কোটির বাজেট এই অঞ্চলের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে

» ২০২০ সালে দার্জিলিং জেলাগুলির সদর দফতর নিয়ে একটি গোর্খা ব্যাটেলিয়ন গঠিত হয়েছিল

» চা-বাগান শ্রমিকদের পরিবার প্রতি বিনামূল্যে ৩৫ কেজি খাদ্যশস্য এবং চা-বাগানগুলিতে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে।

কর্মচারী/ শ্রমিক, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী

» বাংলা ১০০ দিনের কাজে শীর্ষে রয়েছে। বিগত ১০ বছরে, ২৬০ কোটি কর্মদিবসে ₹৬০ হাজার কোটির কাজ হয়েছে

» 'জাগো' প্রকল্প থেকে প্রতি বছরে ₹৫,০০০ প্রদান করে ৯.৫ লক্ষেরও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী উপকৃত হচ্ছে

» 'সমর্থন' প্রকল্প এককালীন ₹৫০,০০০ অনুদান দেয় সেই সব শ্রমিকদের যারা নোটবন্দির পর দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন

তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণির উন্নয়ন

» কোচবিহার জেলাকে সদর দফতর করে **নারায়ণী ব্যাটেলিয়ন** গঠিত হয়েছে।

৬০ বছর বা তার উর্ধ্বে দরিদ্র আদিবাসী ব্যক্তিদের 'জয় জোহর' ও 'তফসিলি বন্ধু' পেনশন প্রকল্পের মাধ্যমে মাসে মাসে ₹১,০০০ পেনশন প্রকল্প প্রদান করা হয়

জাতি শংসাপত্র জারি : চলতি অর্থবছরে, ১৯,২৪,৫২৩ সংখ্যক জাতি শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। প্রক্রিয়াকরণ এবং শংসাপত্র জারি করার সময় ৮ সপ্তাহ থেকে কমিয়ে ৪ সপ্তাহ করা হয়েছে।

উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক বোর্ড : ছয়টি সাংস্কৃতিক ও উন্নয়ন বোর্ড যথাক্রমে, তামাং, শেরপা, ভুটিয়া, লিম্বু, আদিবাসী এবং মায়েল লায়াং লেপচা। এছাড়াও, নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের বিকাশের জন্য বাউড়ি, নমঃশূদ্র, মতুয়া, রাজবংশী, কূর্মি, কামি এবং বাগদি সম্প্রদায়ের জন্য উন্নয়ন বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে।

» **বন অধিকার আইন, ২০০৬-এর অধীনে পাট্টা বিতরণ :** পাট্টাগুলি বনাঞ্চলকে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের অধিকারের স্বীকৃতি হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ অনুসারে, ৪৮,৯৬৪ উপজাতি এবং ১৯০ জন অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী বনবাসী তাদের অধিকৃত বনভূমির স্বতন্ত্রতার খেতাব পেয়েছেন। ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তৃণমূল পর্যায়ের বসবাসকারীদের ৩১,৩৪৪টি আবেদন বা দাবি যাচাই করা হয়েছে

সুন্দরবন ও উপকূলীয় অঞ্চল

» আম্ফান ঘূর্ণিঝড়ে হওয়া সংকটের পুনরুদ্ধার কাজে ২৬৩টি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে সরকার, যার মধ্যে অন্যান্য প্রকল্পের সাথে রয়েছে বিভিন্ন প্রকারের ১৮৫.৫৯১ কিমি রাস্তা নির্মাণ

» বর্তমানে এই রাজ্যে মোট ৪৪৬টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র এবং ২৬৮টি ত্রাণ গোডাউন রয়েছে। এছাড়া, উপকূলবর্তী পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আইসিজেডএমপি, এনসিআরএমপি-২ এবং পিএমএনআরএফ প্রকল্পের আওতায় ২২১টি বহু উদ্দেশ্যপূর্ণ সাইক্লোন শেল্টারের (এমপিসিএস) নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে।

শরণার্থীদের পুনর্বাসন

» রাজ্যের ২৪৪টি শরণার্থী উপনিবেশকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। এই উপনিবেশগুলির বাসিন্দাদের ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিড সরবরাহ করা হয়েছে যার ফলে রাজ্যের প্রায় ৪৫,০০০ পরিবার উপকৃত হয়েছে

» ৩.৫০ লক্ষ পরিবারকে গৃহ পাট্টা (নিজ গৃহ নিজ ভূমি' উদ্যোগ), কৃষি পাট্টা, বনজ পাট্টা দেওয়া হয়েছে

সংস্কৃতি

» **পুরোহিত ভাতা :** রাজ্য সরকার 'জয় বাংলা' প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র পুরোহিত এবং আদিবাসী সহ খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ এবং পার্সি সম্প্রদায়ের দরিদ্র পুরোহিতদের ২১,০০০ করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি মাসিক প্রকল্প চালু করেছে।

» ২০২০-২১ এর মধ্যে, **পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য অ্যাকাডেমি** গঠন করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ হিন্দি অ্যাকাডেমি পুনর্গঠন করা হয়েছে।

» হরিচাঁদ গুরুচাঁদ স্টেডিয়ামের কাজ শেষ হয়েছে এবং উদ্বোধন করা হয়েছে।

» **বিশিষ্ট মনীষীদের জন্য রাষ্ট্রীয় ছুটি:** পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফে নেতাজী, বিরসা মুন্ডা, ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জন্মদিনে রাষ্ট্রীয় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. বাংলার প্রত্যেক পরিবারের ন্যূনতম মাসিক আয় সুনিশ্চিত করার জন্য নতুন প্রকল্প- ১.৬ কোটি যোগ্য পরিবারের কর্ত্রীকে মাসিক আর্থিক সহায়তা - মাসিক ₹৫০০ করে জেনারেল ক্যাটেগরি (বার্ষিক ₹৬,০০০) ও ₹১,০০০ করে তফসিলি জাতি ও উপজাতি পরিবারকে (বার্ষিক ₹১২,০০০) রাজ্যের একটি পরিবারের মাসিক গড় ব্যয় ₹৫,২৪৯। মাসিক ₹৫০০ সাহায্য করলে, তা সেই পরিবারের মোট ব্যয়ের যথাক্রমে ১০% এবং ২০% -এ দাঁড়ায়। পরিবারের প্রধান মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি এই টাকাটি জমা হয়ে যাবে। এই সর্বজনীন আয়ের আর্থিক সহায়তার সুফল পাবে পশ্চিমবঙ্গের ১.৬ কোটি পরিবার। তফসিলি জাতি ও উপজাতির প্রতিটি পরিবার এর আওতাভুক্ত হবে। জেনারেল ক্যাটেগরির ক্ষেত্রে এই আয়ের সহায়তা এমন পরিবারকে প্রদান করা হবে, যাদের কমপক্ষে একজন কর প্রদত্তকারী সদস্য (৪২.৩০ লক্ষ) এবং ২ হেক্টরেরও বেশি জমির মালিক (২.৮ লক্ষ) থাকবে না। এই প্রকল্পের জন্য বার্ষিক বাজেট বরাদ্দ ₹১২,৯০০।

2. সম্প্রদায়ের বা ভৌগোলিক অঞ্চলের দ্রুত বিকাশের জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ সেই সকল সম্প্রদায়, যেমন মাহিষ্য, তিলি, তামুল, সাহা, যারা ওবিসি হিসাবে স্বীকৃত নয় কিন্তু মণ্ডল কমিশনের প্রস্তাবিত তালিকাভুক্ত, তাদের জন্য একটি স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে যার মাধ্যমে এই সম্প্রদায়গুলির ওবিসি স্ট্যাটাস পরীক্ষা ও প্রস্তাব করা হবে।

মাহাতো সম্প্রদায়কে তফসিলি উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার জন্য আমরা ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করব।

মালদা অঞ্চলে বসবাসকারী কিষাণ জাতির মানুষদের দীর্ঘ দিন ধরে তফসিলি উপজাতি হিসেবে নিবন্ধিকরণের দাবি পূরণ করা হবে।

তরাই - ডুয়ার্স অঞ্চলে সামগ্রিক উন্নয়ন ও উন্নতির জন্য একটি স্পেশ্যাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড গঠন করা হবে যাতে ওই অঞ্চলের প্রতিটি সম্প্রদায় থেকে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

3. ১০ লক্ষ নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সাশ্রয়ী ঋণ

'মাতৃবন্দনা' নামক একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হবে যার আওতায় সমাজের স্বল্প আয়ের গোষ্ঠীর থেকে আসা মহিলাদের নিয়ে ১০ লক্ষ নতুন স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করা হবে। আগামী ৫ বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাংকের মাধ্যমে সহজে পরিশোধের সুযোগ সমেত ₹২৫,০০০ কোটি ঋণ দেওয়া হবে। এছাড়াও, প্রতিটি জেলায় বাংলা মোদের গর্ব নামক একটি তিন দিন ব্যাপী অনুষ্ঠান করা হবে যাতে অতিমারীতে ক্ষতিগ্রস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী, কারিগর

ছয়ের পাতায়

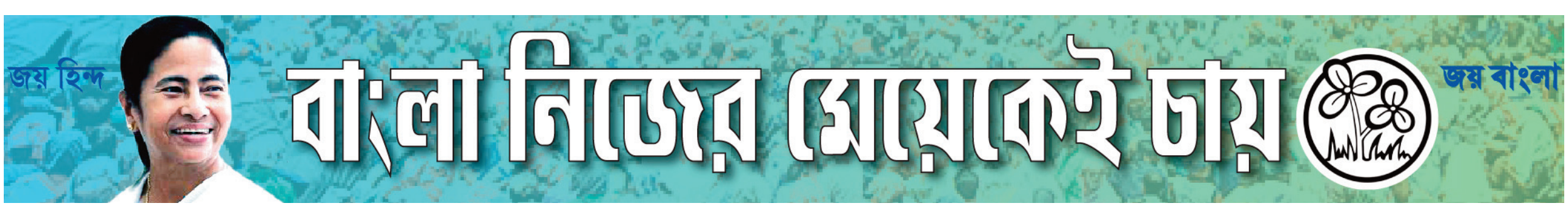

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাঁচের পাতার পর

ও লোকশিল্পীদের জন্য আর্থিক সুযোগ তৈরি হয়।

4. শিক্ষার উন্নত সুযোগের জন্য নতুন স্কুল খোলা

১০০টি নতুন ইংরাজি মাধ্যম স্কুল খোলা হবে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি এবং গরিব শিশুদের জন্য অলচিকি ভাষার উন্নয়নের জন্য, ৫০০টি নতুন স্কুল তৈরি এবং ১,৫০০ পার্শ্ব-শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। সাদ্রী ভাষাভাষীদের জন্য নতুন ১০০টি স্কুল তৈরি করা হবে এবং এখানে ৩০০ জন পার্শ্ব-শিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এর সাথে নেপালি, হিন্দি, উর্দু, কামতাপুরি, এবং কূর্মালি ভাষার জন্য ১০০টি নতুন স্কুল চালু করা হবে যেখানে ৩০০ জন পার্শ্ব-শিক্ষক নিযুক্ত হবেন। ২০০টি রাজবংশী স্কুলের জন্য সরকারি স্বীকৃতি এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

5. চা বাগান অঞ্চল এবং কর্মীদের জন্য বিশেষ ইন্টারভেনসন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আগামী ২ বছরের মধ্যে চা সুন্দরী প্রকল্পটি সমাপ্ত করবে এবং ৩ লক্ষাধিক স্থায়ী চা বাগান শ্রমিকদের জন্য পাকা বাড়ি গড়ে তুলব। আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি এবং দার্জিলিঙের সমতল অঞ্চলে বিভিন্ন সমস্যায় থাকা চা বাগানে বসবাসকারী উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের সমস্যা হ্রাস করতে আমরা বিভিন্ন পদক্ষেপ নেব। চা বাগান পুনরুজ্জীবন প্রকল্পের আওতায় ২৩টি চা বাগান থাকবে।

6. 'মডেল নন্দীগ্রাম' গড়ে তোলা হবে

নন্দীগ্রামকে একটি মডেল টাউন হিসেবে গড়ে তোলা হবে যেখানে পরিকাঠামোগত সুবিধা থাকবে, যেমন - সুসংযুক্ত রাস্তা, ২৪x৭ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ এবং সকলের জন্য নলযুক্ত পানীয় জল। এর সাথে, যুবদের উচ্চ শিক্ষা প্রদান করতে একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা হবে।

7. নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর দেশ গড়ার অবদানের প্রতি সম্মান জানাতে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হবে নেতাজীর ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিউ টাউনে আজাদ হিন্দ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি জেলায় জয় হিন্দ ভবনও নির্মিত হবে। কলকাতা পুলিশে নেতাজী ব্যাটেলিয়ন নামে একটি ব্যাটেলিয়ন তৈরি করা হবে। একটি রাজ্য যোজনা কমিশন গঠন করা হবে এবং নাম দেওয়া হবে 'নেতাজী রাজ্য যোজনা কমিশন'।

8. ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সমাপ্তি

যদিও ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান বন্যা ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের জন্য ভারত সরকারের থেকে কোনও তহবিল পাওয়া যায়নি, তবুও নদীর ১৯ কিলোমিটার পুনরুদ্ধার ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে এবং ৮৪ কিলোমিটার পথের কাজ শুরু হয়েছে। এই প্রস্তাবিত পরিকল্পনার আওতায় পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মোট ১৪৭ কিলোমিটার অঞ্চল জুড়ে নদী পুনরুদ্ধার করা হবে।

৩

যুব

আর্থিক সুযোগ, সবল যুব

মূল লক্ষ্য

● বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন প্রকল্প — স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ₹১০ লক্ষ ক্রেডিট লিমিট ৪% সুদে

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

শিক্ষা এবং দক্ষতার উন্নয়ন

» ৩০টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়, ৫১টি নতুন কলেজ তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও, ৭৮টি নতুন শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ৩৬টি নতুন পলিটেকনিক কলেজ গড়ে তোলা হয়েছে।

কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সহায়তা প্রদান

» প্রায় ৯০ লক্ষ এমএসএমই (ক্ষুদ্র-মাঝারি শিল্প) ইউনিটে (২০১২ সালে ছিল ৩৪.৬ লক্ষ) ১.৩৫ কোটি মানুষ কাজ করছেন। আমরা এমএসএমই (ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প)-তে সমগ্র ভারতে প্রথম স্থান অর্জন করেছি। কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে আমাদের বহুল সম্ভাবনার উদাহরণ দিতে পেরেছি।

» 'যুবশ্রী' প্রকল্পের সাহায্যে যুবকদের প্রতি মাসে ₹১,৫০০ দেওয়া হচ্ছে। বাংলার প্রায় ১,৮১,৪৭৭ জন যুবক এই প্রকল্পের সাহায্যে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পেয়েছে

» 'বাংলা স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প' দ্বারা প্রায় ২,৮৪,০০০ জন মানুষ, সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট বা স্বনির্ভর কর্মসংস্থানের দ্বারা ছোটো শিল্প বা ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ঋণ পেয়ে উপকৃত হয়েছেন

» পুলিশ ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ২০১১ সাল থেকে যে ৪ লক্ষ শূন্য পদ ছিল, তা পূরণ করা হয়েছে

» **স্ব-কর্মসংস্থান ঋণ :** স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ দেওয়ার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র উদ্যোক্তা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে মেয়াদি ঋণ এবং ডিএলএস (মাইক্রো ফিনান্স) সরবরাহ করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু যুবক এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যগণকে ২০১১-২০১৮ অর্থবছরে টেকসই কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ৯.৪৩ লক্ষ মেয়াদি ঋণ এবং মাইক্রো ক্রেডিট সরবরাহ করা হয়েছে

» **ক্রীড়া :** ক্রীড়া কার্যক্রমের উৎসাহের জন্য চলতি অর্থবছরে ১২,৪৬০টি ক্লাবকে অনুদান দেওয়া হয়েছিল

» ২০১৮-১৯ সাল থেকে, রাজ্য জুড়ে তৃণমূল পর্যায়ের কোচিং শিবিরের পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য একটি নতুন প্রকল্প "স্ট্রেন্থেনিং অফ স্পোর্টস কোচিং ক্যাম্প" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৪৭৫টি কোচিং ক্যাম্প অনুমোদন করা হয়েছে, তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিভা খোঁজা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রত্যেকটি ক্যাম্পকে ₹১ লক্ষ করে সাহায্য করা হয়েছে

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. বাংলার যুবদের স্বাবলম্বী করতে সকল যোগ্য পড়ুয়াদের জন্য নতুন প্রকল্প - স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডে ₹১০ লক্ষ ক্রেডিট লিমিট ৪% সুদে।

'স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড'-এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকারী শিক্ষার্থী ৪% ভর্তুকিযুক্ত হারে, ₹১০ লক্ষ পর্যন্ত ঋণ গ্রহণের যোগ্য হবে। মোটা অঙ্কের হিসাবে ঋণ মকুব না করে বরং একজন শিক্ষার্থী স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড মারফৎ তাদের সুবিধা অনুযায়ী অর্থ পাবে। পরবর্তী পাঁচ বছরে ১.৫ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থী এই সুযোগ পাবে।

2. সরকারি দফতরগুলিতে ১০,০০০ ইন্টার্নশিপের সুযোগ

'যুবশক্তি' প্রকল্পের আওতায় প্রতি তিন বছরে ১০,০০০ শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ইন্টার্নশিপ (প্রশিক্ষণাধীন) এবং পোস্ট ইন্টার্নশিপ (উত্তর-প্রশিক্ষণাধীন)-এর সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে।

3. ১.১ লক্ষ সরকারি চাকরি প্রদানের বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে

আগামী ১ বছরে রাজ্য-সরকার কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি বিভাগ ও পুলিশ ব্যবস্থায় ১.১ লক্ষ পদ পূরণ করা হবে।

4. আইএএস / আইপিএস পরীক্ষার জন্য ১০০ জন শিক্ষার্থীর বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ

অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলে ১০০ জন শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে খাদ্য, বাসস্থান ব্যবস্থা এবং একটি মাসিক বৃত্তি প্রদানের সাথে আইএএস, আইপিএস পরীক্ষার জন্য বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

৪

খাদ্য

বাংলায় সবার, নিশ্চিত আহার

মূল লক্ষ্য

● খাদ্য সাথী প্রকল্পের নতুন ব্যবস্থা — এখন আর রেশন দোকানে যাওয়ার দরকার নেই। ১.৫ কোটি পরিবারের দুয়ারে মাসিক রেশন সরবরাহ

● বার্ষিক ৫০টি শহরের ২,৫০০ 'মা' ক্যান্টিনে ₹৫ করে ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত আহার

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

খাদ্যসাথী

» ২০১৬ সালে খাদ্যসাথী প্রকল্পের সূচনা হয় যাতে প্রায় ৫০০ জন পরিবেশক এবং ২০,০০০টি ন্যায্য মূল্যের দোকানের একটি সুবিশাল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে প্রান্তিক ও আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষদের উচ্চতর ভর্তুকিযুক্ত উন্নত মানের খাদ্য শস্য প্রদান করা হয়।

» কোভিড-১৯ অতিমারীর কারণে হওয়া অপরিকল্পিত লকডাউনের জন্য মানুষকে যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে সেগুলির সমাধান করার জন্য খাদ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় থাকা সকল উপভোক্তাকে বিনামূল্যে খাদ্য শস্য প্রদান করা হয়। এই উদ্যোগ জুন, ২০২১ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

» এর সাথে, যাঁদের ডিজিটাল রেশন কার্ড নেই, সেই সকল মানুষকে ৪.৮৫ লক্ষ বিশেষ খাদ্য সাথী কুপন দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে, ১০ কোটি মানুষ এই প্রকল্পের দ্বারা উপকৃত

» এছাড়া, ৪৫.৮৯ লক্ষ অভিবাসী ও আটকে থাকা শ্রমিকদের অস্থায়ী খাদ্য কুপন দেওয়া হয় এবং ৪৫,৮৯৪ মেট্রিক টন চাল ও ২,৬৫৫ মেট্রিক টন ছোলা বিতরণ করা হয়।

» এই কঠিন সময় যাতে কেউ বাদ না থেকে যান, সেটা সুনিশ্চিত করতে একটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয় যার মাধ্যমে যৌন কর্মী এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ডিজিটাল রেশন কার্ড এবং খাদ্য সাথী কুপন দেওয়া হয়।

সংগ্রহ ও সঞ্চয় সুবিধার বৃদ্ধি

» রাজ্যে সংগ্রহ ও সঞ্চয়ের জন্য সরকার দ্বারা পরিচালিত ৩৪৯টি কেন্দ্রীয় সংগ্রহ সেন্টার (সি পি সি) আছে। এবং ১,০৯৮টি অপারেটিভ সোসাইটি, খাদ্য প্রস্তুতকারকদের সংগঠন এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী আছে।

» খাদ্য সাথী অন্নদাত্রী অ্যাপ তৈরি হয়েছে এবং কৃষকদের রেজিস্ট্রেশন করা এবং ধান বিক্রির জন্য একটি সুবিধাজনক প্ল্যাটফর্ম বানানো হয়েছে

» আমাদের রাজ্যে ভাত যেহেতু আমাদের প্রাত্যহিক খাবারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ, তাই চাল সঞ্চয়ের ক্ষমতা বেড়ে ১০ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে, যা ২০১১ সালে মাত্র ৬৩,০০০ মেট্রিক টন ছিল

ভর্তুকিযুক্ত খাবারের ক্যান্টিন

» একুশে অন্নপূর্ণা-র মাধ্যমে মাত্র ₹২১-য় ভর্তুকিযুক্ত খাবার দেওয়া হয়। অন্নপূর্ণা প্রকল্পের সাফল্যের পর, ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে 'মা' প্রকল্প শুরু করা হয়। এই প্রকল্পে ₹৫-য় ভাত, ডাল, সবজি ও ডিমের ঝোল রাজ্যের মোট ২৭টি মা-ক্যান্টিনে পরিবেশন করা হয়।

সাতের পাতায়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছয়ের পাতার পর

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. খাদ্য সাথীর আওতায় নতুন সুবিধা - আর রেশন দোকানে যেতে হবে না। ১.৫ কোটি পরিবারকে দুয়ারে মাসিক রেশন বিনামূল্যে সরবরাহ নিবেদিত কর্মীদের মাধ্যমে খাদ্যশস্যের বিনামূল্যে বিতরণ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের গড় পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা পূরণের ক্ষেত্রে তৃণমূলস্তরে স্বচ্ছভাবে রেশন বরাদ্দ নিশ্চিত করবে। রাজ্য পরের পাঁচ বছরে প্রতিমাসে প্রায় ১.৫ কোটি পরিবারকে ন্যায্যমূল্যের দোকান থেকে রেশন সরবরাহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

2. ৫০টি শহর জুড়ে ২,৫০০ 'মা' ক্যান্টিনের মাধ্যমে, ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত খাবার ₹৫ পরিবেশন করা হবে।
'মা' ক্যান্টিনের লক্ষ্য শহরে বাস করা দরিদ্রকে ₹৫-য় ভর্তুকিযুক্ত পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ করা। ৭৫ কোটি ভর্তুকিযুক্ত খাবার সরবরাহের লক্ষ্যে, ৫০টি শহর জুড়ে ২,৫০০ 'মা' ক্যান্টিন তৈরি করা হবে।

3. ১০ কোটি নাগরিককে বিনামূল্যে রেশন প্রদান করা হবে
কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় সারা দেশ যে সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল, তার জন্য সরকার ৩০শে জুন, ২০২১ অবধি সকল নাগরিকের জন্য বিনামূল্যে রেশন পরিষেবা শুরু করে। এই বিনামূল্যে রেশন পরিষেবা ২০২১ সালে জুন মাসের পরেও সবার জন্য অব্যাহত থাকবে, যার জন্য বাজেটে ₹১,৫০০ কোটি বরাদ্দ থাকবে পরের আর্থিক বছরে।

৫

কৃষিকাজ ও কৃষি

বর্ধিত উৎপাদন, সুখী কৃষক

মূল লক্ষ্য

- কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ₹১০,০০০ একর পিছু সহায়তা, ৬৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে
- নেট বপন ক্ষেত্রে ও শস্য ব্যবস্থায় ৩ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমি যোগ এবং ৪.৫ লক্ষ হেক্টরে দু-ফসলি চাষ ব্যবস্থায় দেশে প্রথম স্থানাধিকার
- প্রথম পাঁচে বাংলা, খাদ্যশস্য ও ৪টি বাণিজ্যিক শস্য যথা চা, পাট, আলু ও তামাক উৎপাদনে

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. **কৃষক বন্ধু প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ₹১০,০০০ একর পিছু সহায়তা, ৬৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে** পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৭১.২৩ লক্ষ কৃষক পরিবারের বসবাস, যাঁদের মধ্যে ৯৬% ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষি। বাংলায় গড় ল্যান্ডহোল্ডিং সাইজ ০.৭৭ হেক্টর। রাজ্যের ৬৮.৩৮ লক্ষ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষককে একর প্রতি ₹১০,০০০ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে।

2. **নেট বপন ক্ষেত্র ও শস্য ব্যবস্থায় ৩ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমি যোগ এবং ৪.৫ লক্ষ হেক্টরে দু-ফসলি চাষ ব্যবস্থায় দেশে প্রথম স্থানাধিকার**
পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ফলনে ব্যবহৃত চাষজমি ৯৩% এবং এই হিসেবে বড় রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে আছে। ৯৭% নিয়ে প্রথম স্থানে আছে পাঞ্জাব। আগামী পাঁচ বছরে রাজ্য ফলনে ব্যবহৃত চাষজমিকে ৯৮%-এ নিয়ে যাবে, অতিরিক্ত ৩ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমিতে ফসল ফলিয়ে। এতে বাংলা ফলনে ব্যবহৃত চাষজমির পরিমাণে দেশের মধ্যে ১ নম্বর হবে। পশ্চিমবঙ্গে গড় ফলনের ঘনত্ব ১৮২% (২০১১-১৬) ও বড় রাজ্যগুলির মধ্যে এতে বাংলার স্থান তৃতীয়, পাঞ্জাব আর হরিয়ানা প্রথম। আরও ৪.৫ হেক্টর জমিকে দ্বি-ফসলি জমিতে রূপান্তর করার মাধ্যমে, বাংলা ফলনের ঘনত্বে ১ নম্বর রাজ্য হয়ে উঠবে।

3. **প্রথম পাঁচে বাংলা, খাদ্যশস্য ও ৪টি বাণিজ্যিক শস্য তথা চা, পাট, আলু ও তামাক উৎপাদনে**
বর্তমানে বাংলা চা উৎপাদন (২,০৭৬ কেজি/হেক্টর), পাট উৎপাদন (২,৬১৭ কেজি/হেক্টর) ও আলু উৎপাদনে (২৯,৯০১ কেজি/হেক্টর) প্রথম। তামাক উৎপাদনে (১,২৬৩ কেজি/হেক্টর) ও শস্য উৎপাদনে (২,৮৫৬ কেজি/হেক্টর) রাজ্য ষষ্ঠ। আগামী ৫ বছরে রাজ্য খাদ্যশস্য ও তামাক উৎপাদনে নিজেদের স্থান আরও উন্নীত করবে, চা, পাট ও আলু উৎপাদনে প্রথম স্থান ধরে রাখার পাশাপাশি।

4. **প্রতি জেলায় মেগা/মিনি ফুড পার্ক স্থাপন**
চাষের সাথে যুক্ত শিল্পকে তুলে ধরার জন্য, সরকার প্রতি জেলায় নির্দিষ্ট শস্যের জন্য মেগা/মিনি ফুড পার্ক তৈরি করবে, কোল্ড চেন ও কোয়ালিটি চেকিং সুবিধার সাথে।

5. **খামারের যান্ত্রিকীকরণকে তুলে ধরা হয়েছে।**
খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে, কৃষি ফলন বাড়াতে বিভিন্ন সমবায় সমিতিগুলিতে ফার্ম মেশিনারি হাবস (কাস্টম হায়ারিং সেন্টার) স্থাপন করা হবে। এই লক্ষ্যে এখনও পর্যন্ত ৩৭৯টি সমবায় সমিতিকে ২১০৮.৭০ কোটি সহায়তা করা হয়েছে।

6. **যৌথ পরিষেবার অগ্রগতির উৎসাহ-প্রদান।**
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সহায়তায় "ফিশ ফ্রাই টু ফিঙ্গারলিং" -কে বর্ধিত করার এক নতুন প্রকল্প শুরু করা হবে। প্রতি ব্লকে এই জাতীয় দুটি ইউনিট চালু করা হবে যেখানে স্বনির্ভর দলগুলোর দ্বারা লালিত ফিঙ্গারলিং মাছ। ফিরিয়ে আনা হবে এবং বিভাগের থেকে অন্যান্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মধ্যে বিতরণ করা হবে। এটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে নিশ্চিতভাবে বর্ধিত আয় প্রদান করবে। আপেল, হেজেলনাট, আখরোট, ব্লুবেরি, রাস্পবেরি, পীচ, নাশপাতি, বরই, কিউই, ডালিম, স্ট্রবেরি, অ্যাভোকাডো ইত্যাদির মতো নন-ট্র্যাডিশনাল (অপ্রচলিত) ফলের প্রবর্তন এবং উদ্যানপালনের উন্নয়ন করা হবে। মাশরুম, রবার প্রসেসিং, প্রয়োজনীয় তেল উৎপাদনের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হবে। ফল এবং ঔষধি গাছের পোস্ট হারভেস্ট প্রসেসিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

» ২০১১ এর তুলনায় কৃষিক্ষেত্র ও তার সাথে জড়িয়ে থাকা খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ৬.১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-১১ সালের ₹৩০২৯.৩৯ কোটি থেকে বেড়ে ২০১৯-২০২০ সালে ২১৮,৬০৩ কোটিতে পরিণত হয়েছে।

» খাদ্যশস্যের উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১০-২০১১ সালে ১৪৮.১০ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২০১৯-২০২০ সালে ১৯৮.৬৫ লক্ষ মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। ২০১০-১১ সালে মোট ধানের উৎপাদন ১৩৩.৯ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে ২০১৯-২০২০ সালে ১৬৫.০৩ লক্ষ মেট্রিক টন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে ভুট্টার উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে ৪.৬ টন/প্রতি হেক্টর থেকে ৬.৮০ টন/হেক্টর হয়েছে। ডালের উৎপাদন ২০১০-১১ সালের ১.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন থেকে বেড়ে ২০১৯-২০২০ সালে ৩.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন হয়েছে

» ২০২০-২১ সালে (৩০.১২.২০২০ পর্যন্ত) পশ্চিমবঙ্গে ১২.৯০ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ এবং ২৪,৮৭৫ কোটি মাছের চারা উৎপাদন হয়েছে।

» বার্ষিক ডিম উৎপাদন ২০১০-১১ সালের ₹৪০০.১ কোটি থেকে বেড়ে ২০১৯-২০ সালে ₹৯৭৩.৫ কোটি দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ৯ বছরে ১৪৩.৩১% বৃদ্ধি হয়েছে। মাংসের উৎপাদন ৫৬.৫% এবং দুধের উৎপাদন ৩৩.৪% বৃদ্ধি পেয়েছে

» 'সুফল বাংলা' প্রকল্পটি ২০১৪ সালে শুরু হয়েছিল। বর্তমানে রাজ্য জুড়ে ৬৩ টি মোবাইল ভ্যান বা ভ্রাম্যমাণ যান, ৩টি হাব এবং ৩৩১টি খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। ২১৮ থেকে ২২০ লক্ষ প্রায় ৭৫-৮০ মেট্রিক টন। কৃষিপণ্যকে দৈনিক ২.০০-২.৫০ লক্ষ গ্রাহকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

» পশ্চিমবঙ্গ, টানা ষষ্ঠ বার, ২০১৭-১৮ সালে প্রভূত শস্য উৎপাদনে সেরা কর্মদক্ষতা দেখানোর জন্য "কৃষি কর্মন পুরস্কার'' পেয়েছে

» কৃষক বন্ধু প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের জন্য একটি সামাজিক সুরক্ষা যোজনা ২০১৯ সালের জানুয়ারিতে চালু করা হয়েছে। ৪৬.৭৬ লক্ষ কৃষককে উপকৃত করতে ₹২৬৪৭.৮৯ কোটি বিতরণ করা হয়েছে। ১৬,৫৬৩ জন মৃত কৃষকের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

» স্থানীয় কৃষকরা তাদের ফসল যাতে সহজেই বিক্রি করতে পারেন, তার জন্য সংরক্ষণাগারের সুবিধা-সহ ১৮৬টি কিষাণ মান্ডি তৈরি করা হয়েছে

» **আমার ফসল আমার গোলা :** ফসল কাটার পরবর্তী ক্ষতি রোধ করতে এবং কৃষিক্ষেত্রের সংযোজন মূল্য বৃদ্ধি। ঘটানোর জন্য "আমার ফসল, আমার গোলা" প্রকল্পের মাধ্যমে, এককালীন ₹১৭,৯৭৫ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

» সেদ্ধ ধানকে রোদে শুকিয়ে একটি কৃষকের পরিবারে ধান প্রক্রিয়াকরণ ক্ষেত্র গড়ে তুলতে এবং একইসাথে একটি কম মূল্যের ধানের ও শস্যের গোলা উন্নত ভাবে গড়ে তুলতে ₹৫,০০০ দেওয়া হবে

» ২০১১ সালে ২০ লক্ষ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মোট ৭০ লক্ষ কিষাণ ক্রেডিট কার্ড বিতরণ করা হয়ে গিয়েছে। অতিরিক্ত ২০ লাখ কার্ড বিতরণের প্রক্রিয়া রয়েছে।

» **কৃষক বার্ধক্য ভাতা** প্রকল্পে সরকার প্রায় ১ লাখ মানুষকে মাসিক ₹১,০০০ পেনশন প্রদান করছে।

» পুরোপুরি রাজ্যের অর্থে গড়ে তোলা শস্য বীমা 'বাংলা শস্য বীমা প্রকল্পের আওতায় ২০২০ খারিফ মরশুমে ২২.৫৫ লক্ষ হেক্টরে ৬৪ লক্ষ কৃষককে বীমার আওতায় আনা হয়েছে।

» **মাটির সৃষ্টি :** পতিত জমিকে উৎপাদনশীল করে তুলতে, এই কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। প্রকল্পটি রাজ্যের ৬টি পশ্চিমী জেলা, যেমন - বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম বর্ধমানে শুরু করা হয়েছিল।

» **'ওয়াটারশেড ডেভলপমেন্ট'** -এর আওতায় ₹৪০৯.৩৬ কোটি তহবিল প্রকাশ করা হয়েছে। ২,২১,১২৭ জন। কৃষকের সুবিধার্থে অতিরিক্ত ৩১,২৮৫ হেক্টর অঞ্চলকে সেচের আওতায় আনা হয়েছে

» ডিসেম্বর ২০২০ অবধি ৩০,৮৪৫ জন কৃষককে উপকৃত করতে, ১৪.৪৭২ হেক্টর কৃষি জমির, ৫.৭৮৭ হেক্টর জমি জুড়ে সেচ প্রকল্প গড়ে তোলা হয়েছে। স্প্রিংকলার এবং ড্রিপ সেচ-উভয় ব্যবস্থা স্থাপন করে ক্ষুদ্র সেচের আওতায় আনা হয়েছিল

» জমি ইজারা, রূপান্তর ও রূপান্তরকরণের মতো পরিষেবা স্বচ্ছ ও শীঘ্রই করতে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পরিষেবা ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ২১.৪৫ লক্ষ কৃষক ই-প্যাডি বা ই-ধান সংগ্রহ পদ্ধতিতে নাম নথিভুক্ত করেছেন।

» পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি বিপণন বোর্ড একটি অনলাইন ইন্টিগ্রেটেড সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম পার্মিট (ই-পার্মিট) সিস্টেমের সূচনা করেছে যা রাজ্যের কৃষি উৎপাদনের দ্রুত ও সমস্যামুক্ত লেনদেনে সাহায্য করবে

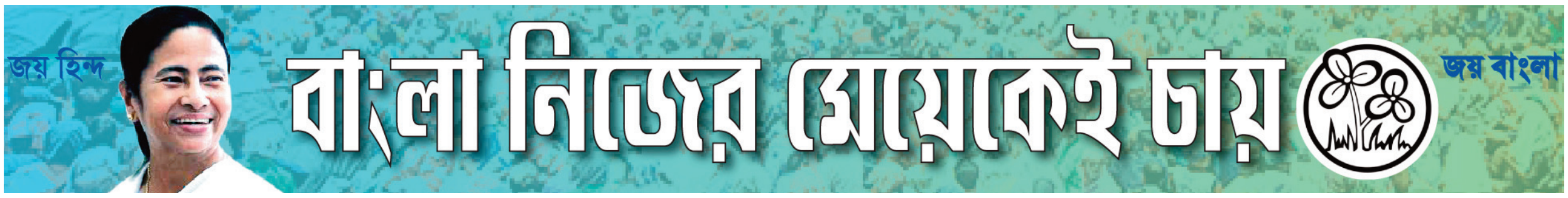

৬

শিল্প

শিল্পোন্নত বাংলা

মূল লক্ষ্য

- বার্ষিক ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই। সর্বমোট সক্রিয় এমএসএমই ইউনিয়ের সংখ্যা ১.৫ কোটির বেশি
- ২,০০০ বড় শিল্প ইউনিট যোগ হবে বর্তমান ১০,০০০ শিল্প ইউনিটের সাথে, আগামী ৫ বছরে
- ₹৫ লক্ষ কোটি নতুন বিনিয়োগ আগামী ৫ বছরে

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

» ৮৯ লক্ষ এমএসএমই দিয়ে দেশের সর্বমোট এমএসএমই-র মধ্যে ১৪% অবদান রাজ্যের। বিগত ৯ বছরে এমএসএমই বেড়েছে ১১% সিএজিআর, যার ফলপ্রসূত রাজ্য দেশের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকার করে

» ২৩.৪২% ভাগ নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা দ্বারা চালিত উদ্যোগের জন্য দেশের মধ্যে এগিয়ে

» বাংলায় কারখানার সংখ্যা ২০১০ সালের ৮,৩২২ থেকে ২০২০-এ বেড়ে ৯,৫৩৪ (১৫%) হয়েছে এবং একজন গড় কারখানা শ্রমিকের আয় ২১.৩ লক্ষ থেকে বেড়ে ২২.৩ লক্ষ (৭৭%) হয়েছে।

» **বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালি প্রজেক্ট :** ২০টি সংগঠনকে ১০০+ একর জমি প্রদান করা হয়েছে, ₹১১,৩১৭ কোটির বিনিয়োগ আনতে ও বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিতে

» দ্রুত শিল্পোন্নয়নের জন্য তাজপুরের সি-পোর্ট এবং দেউচা-পাঁচামিতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

» **রুরাল ক্রাফট অ্যান্ড কালচারাল হাব (আরসিসিএইচ):** এই বিশেষ উদ্যোগের অধীনে, রাজ্য সরকার পশ্চিমবঙ্গের প্রচলিত ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যবাহী পণ্যের প্রচার এবং সংরক্ষণের লক্ষ্যে ইউনেস্কোর সহযোগিতায় এই প্রকল্পটি গ্রহণ করেছিল। এটি পূর্বের গ্রামীণ কারুশিল্প কেন্দ্র প্রকল্পেরই সম্প্রসারিত রূপ এবং এটিতে ৫০,০০০ শিল্পী থাকবে

» **ক্লাস্টার ডেভলপমেন্টের অধীনে সাধারণ সুবিধা:** ক্লাস্টারগুলির উন্নয়ন এবং ক্লাস্টার অংশীদারদের প্রয়োজন ভিত্তিক সাধারণ সুবিধা সরবরাহ করাই এই বিভাগের মূল লক্ষ্য। এমএসএমই, তাঁত এবং গ্রামীণ শিল্প ক্লাস্টারে এখনও অবধি ৯টি সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে

» **তাঁতিদের জন্য ইন্টারেস্ট সাবভিশন প্রকল্প :** তাঁতিদের জন্য একটি বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে, যেখানে তাঁদের সুবিধার জন্য তাঁদের নেওয়া মূল ঋণের উপর সুদের হার মাত্র ২%-এ নামিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. বার্ষিক ১০ লক্ষ নতুন এমএসএমই। সর্বমোট সক্রিয় এমএসএমই ইউনিটের সংখ্যা ১.৫ কোটির বেশি

অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রকের ২০১৯-২০ সালের বার্ষিক রিপোর্টে অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গে ২০০৬-০৭ সালের ৩৪.৬৪ লক্ষ এমএসএমই থেকে ২০১৫-১৬ সালে ৮৮.৬৭ লক্ষ হয়েছে (এনএসএস ৭৩তম রাউন্ড, ২০১৫-১৬), যার বছরে বৃদ্ধির হার ১১%। বিগত ৯ বছরে, গড়ে, প্রতি বছরে ৬ লক্ষ এমএসএমই ইউনিট সংযুক্ত হয়েছে। শিল্পোন্নয়নের সুফল জনসাধারণের কাছে নিয়ে গিয়ে এবং বিকেন্দ্রীকৃত অর্থনৈতিক বৃদ্ধি বাড়ানোর লক্ষ্যে, রাজ্য সরকার এমএসএমই-র সংখ্যা আগামী ৫ বছরে প্রতি বছর ১০ লক্ষ বৃদ্ধি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে সামগ্রিকভাবে ১.৫ কোটি ইউনিটে পৌঁছনো যায়।

2. ২,০০০ বড় শিল্প ইউনিট যোগ হবে বর্তমান ১০,০০০ শিল্প ইউনিটের সাথে, আগামী ৫ বছরে

শিল্প রিপোর্টের ২০১৭-১৮ সালের বার্ষিক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০১০-১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে কারখানার সংখ্যা ছিল ৮,২৩২ যা ২০১৭-১৮ সালে বেড়ে ৯,৫৩৪ হয়েছে এবং ৬.৫ লক্ষ মানুষ সংযুক্ত হয়েছেন। দ্রুত শিল্পোন্নয়নের প্রয়োজন বিবেচনা করেই কারখানার সর্বমোট সংখ্যা বাড়িয়ে ১২,০০০ ইউনিটের বেশি করা হবে।

3. ₹৫ লক্ষ কোটি নতুন বিনিয়োগ আগামী ৫ বছরে

বিগত ৫ বছরে বড় শিল্পে রাজ্য ৫টি গ্লোবাল সামিটের মাধ্যমে ₹৪.৪৫ লক্ষ কোটির বিনিয়গে পেয়েছে। আগামী ৫ বছরে রাজ্যে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল সামিট থেকে আমরা আরও ₹৫ লক্ষ কোটি বিনিয়োগ নিয়ে আসব। শিল্প এবং বিদেশি উভয় ক্ষেত্রেই, আইটি এবং বিটি কোম্পানিকে আনতে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হবে যাতে পশ্চিমবঙ্গে তাঁরা ব্যবসা প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন।

4. শিল্পক্ষেত্রে ডিজিটাল বিপ্লব

রাজ্যের শিল্প ও অর্থনৈতিক কর্মসূচির সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল বিপ্লবের শক্তি আনতে উচ্চাভিলাষী নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে।

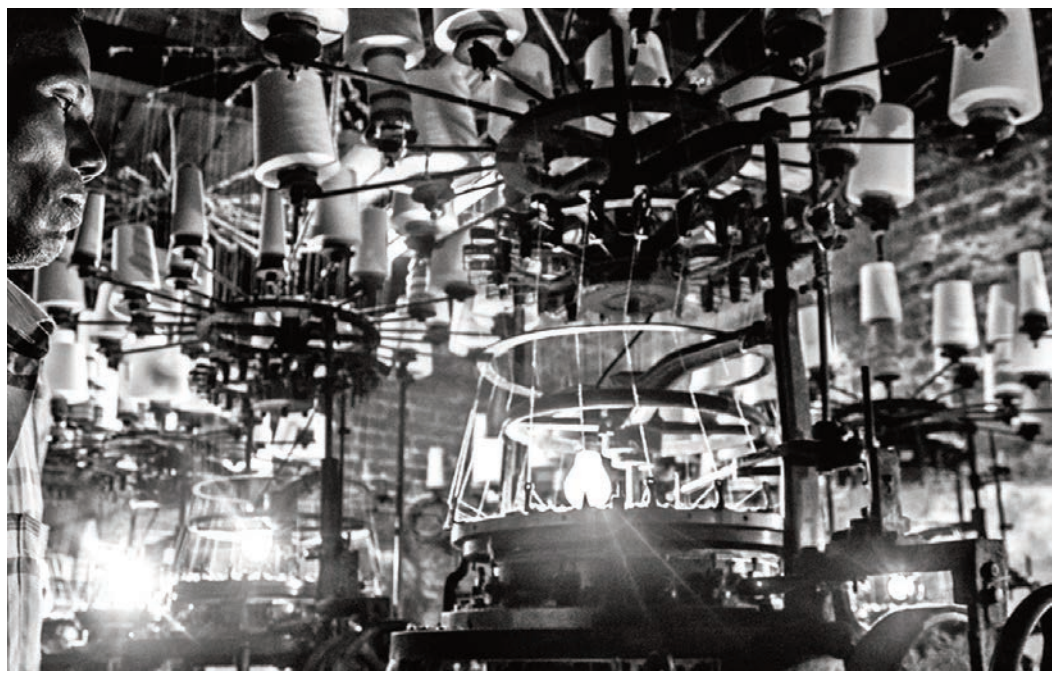

৭

স্বাস্থ্য

উন্নততর স্বাস্থ্য পরিষেবা, সুস্থ বাংলা

মূল লক্ষ্য

- স্বাস্থ্যে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ, রাজ্য জিডিপি-র ০.৮৩% থেকে বেড়ে ১.৫%
- ২৩টি জেলা সদরে মেডিক্যাল কলেজ ও সম্পূর্ণ কার্যকরী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল
- ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

সবার জন্য স্বাস্থ্য

» স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের মাধ্যমে বার্ষিক ₹৫ লক্ষ স্বাস্থ্য বীমা দেওয়া হয় এবং যা ১.৯৪ কোটি পরিবারকে উক্ত প্রকল্পের আওতায় এনেছে।

» স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ-এর বাজেট মোট তিনগুণ বেড়ে ২০১০ সালের ₹৩,৪৪২ কোটি থেকে ২০২০ সালে ₹১১,২৮০ কোটি হয়েছে

» গর্ভবতী মহিলা ও নবজাতক শিশুদের জন্য রাজ্যজুড়ে ১,০০০টি উন্নততর 'মাতৃযান অ্যাম্বুলেন্স' শুরু করা হয়েছে।

» কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা সুনিশ্চিত করার জন্য রাজ্য ১০২টি কোভিড-১৯ হাসপাতাল উৎসর্গ করেছে যেখানে ১৩,৫৮৮টি অক্সিজেন বেড এবং ২,৫২৩টি সিসিইউ/এইচডিইউ বেড রয়েছে, এছাড়াও ৫৭টি বেসরকারি হাসপাতাল অনুমোদিত হয়েছে।

সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (সি.সি.ইউ) এবং ডায়াগনস্টিক পরিষেবা

» রাজ্য ৪১টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল, ৭২টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (সি.সি.ইউ) যেখানে ১,৯০,০০০-এরও বেশি মানুষ উন্নতমানের চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন।

» ১৫২টি উচ্চমানের ন্যায্য মূল্যের ডায়াগনস্টিক এবং ডায়ালিসিস সেন্টার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যেখানে ৯৬.৪৪ লক্ষ রোগীদের বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

» বসিরহাট, ডায়মন্ড হারবার, রামপুরহাট, বিষ্ণুপুর এবং নন্দীগ্রামে পাঁচটি পৃথক স্বাস্থ্য-জেলা সংগঠিত ও তৈরি করা হয়েছে।

» শিশুদের জন্য বিনামূল্যে হার্ট অপারেশনের ব্যবস্থা করা হয় শিশু সাথী প্রকল্পে

হাসপাতালের বেড, ডাক্তার এবং নার্সদের সংখ্যা বৃদ্ধি

» গত ১০ বছরে, সরকারি হাসপাতালের বেড সংখ্যা ৫৮,৬৪৭ থেকে ৪৬% বেড়ে ৮৫,৬২৭ হয়েছে।

» ডাক্তারের সংখ্যা ৪,৮০০ থেকে বেড়ে ১৫,৩৩৮ এবং নার্সদের সংখ্যা ৩৭,৩৬৬ থেকে বেড়ে ৫৬,৫৮৯ হয়েছে।

» ২০১১ সালে আশা কর্মীদের সর্বোচ্চ ইনসেন্টিভ বেতন ছিল ₹১,৫০০, সেখান থেকে তা বেড়ে হয়েছে প্রতি মাসে ₹৬,৫০০

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. স্বাস্থ্যে ব্যয় বরাদ্দ দ্বিগুণ, রাজ্য জিডিপি-র ০.৮৩% থেকে বেড়ে ১.৫%।

পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে ₹১২,৫৬১ কোটি ব্যয় করে যা রাজ্য জিডিপি-র ০.৮৩% এবং ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দশম স্থানে রয়েছে। বর্তমান বাজেটের ব্যয় হিসাবে গড় বার্ষিক ₹৫,৫০০ কোটি রাজ্য ব্যয় করলে ২০২৬ সালের মধ্যে জিডিপি-র ১.৫% বৃদ্ধি পাবে।

2. ২৩টি জেলা সদরে মেডিকেল কলেজ ও সম্পূর্ণ কার্যকরী সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

পশ্চিমবঙ্গে ১৮টি সরকারি মেডিকেল কলেজ-সহ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল রয়েছে যার মধ্যে কলকাতায় আছে ৫টি। এছাড়াও, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং উত্তর চব্বিশ পরগনায় আরও ৫টি কলেজ অনুমোদিত হয়েছে। সরকার বর্তমানে পাঁচটি জেলায় পাঁচটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল নির্মাণের লক্ষ্য রেখেছে যেখানে বর্তমানে এই ধরণের সুবিধাগুলির অভাব রয়েছে।

3. ডাক্তার, নার্স, প্যারামেডিকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

রাজ্যে বর্তমানে ১০,০০০ জনসংখ্যা প্রতি যথাক্রমে ১৫ জন চিকিৎসক এবং ১০ নার্স রয়েছেন যা জাতীয় গড় ১৩.৪ (এনসিবিআই)-এর চেয়ে বেশি। বর্তমানে নার্সিং কলেজগুলিতে ৬,৩৬২টি আসন, মেডিকেল কলেজে ২,৮৫০টি আসন রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসক নার্স এবং প্যারামেডিকসের আসন সংখ্যা দ্বিগুণ করা হবে।

৮

শিক্ষা

এগিয়ে রাখতে, শিক্ষিত বাংলা

মূল লক্ষ্য

- শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, রাজ্য জিডিপি-র ২.৭% থেকে বেড়ে ৪%
- ব্লক প্রতি অন্তত ১টি মডেল আবাসিক স্কুল
- শিক্ষকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

শিক্ষাক্ষেত্রে রাজ্যের ব্যয়

» বিগত ১০ বছরে শিক্ষা, খেলাধুলা, শিল্প ও সংস্কৃতির জন্য বাজেট ২০১০-১১ সালের ₹১৩,৮৭২ কোটি থেকে ৩ গুণ বেড়ে ২০২০-২১ সালে ₹৩৭,০৫৯ কোটি হয়েছে

শৈশব শিক্ষা

» 'শিশু আলয়' শৈশবকালীন যত্ন ও শিক্ষার পাঠ্যক্রমটির আওতায় রাজ্য জুড়ে ৫৩,৮৯৪টি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

» ৩-৬ বছর বয়সি ২২.২৮ লক্ষ ঘরবন্দি শিশুরা একটি মোবাইল-অ্যাপ ভিত্তিক উদ্যোগ থেকে উপকৃত হয়েছে। যা কোভিড-১৯ মহামারীতে প্রাক-স্কুল শিক্ষা পরিষেবা সুনিশ্চিত করেছে। এই উদ্যোগটি 'গোল্ড' স্কচ স্মার্ট গভর্নেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০ পুরস্কার পেয়েছে

স্কুল শিক্ষা

» ২০১০ সাল থেকে শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যার সাথে সাযুজ্য রেখে ৯৫,৩৭৮টি নতুন ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে

» সবুজ সাথী প্রকল্পের অধীনে, ১ কোটিরও বেশি শিক্ষার্থীকে সাইকেল সরবরাহ করা হয়েছে এবং এই প্রকল্পটি জাতিসংঘ দ্বারা ২০২০ সালে সম্মানীয় ডাব্লু.এস.আই.এস পুরস্কার লাভ করেছে

» কন্যাশ্রী প্রকল্প ৭০ লক্ষেরও বেশি মেয়েকে শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা দিয়েছে।

» মিড-ডে মিল কর্মসূচির আওতায় ১.১৩ কোটি শিক্ষার্থীদের খাবার সরবরাহ করেছে। এছাড়াও ৯২ লক্ষ শিক্ষার্থী ইউনিফর্ম পেয়েছে এবং প্রি-প্রাইমারি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেওয়া হয়েছে ২০২০ সালে

উচ্চশিক্ষা

» সরকারের নবনির্মিত ৩০টি বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৫১টি নতুন কলেজের কারণে গত ১০ বছরে সার্বিক ভর্তির অনুপাত দ্বিগুণ হয়েছে এবং কন্যা সন্তান শিক্ষার প্রচারে ৪টি নতুন সরকারি মহিলা কলেজের উদ্বোধন করা হয়েছে।

» ১.৩৫ লক্ষ পিছিয়ে পরা মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বামী বিবেকানন্দ মেধাবী সহ অর্থ বৃত্তি প্রকল্পের আওতায় বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা এবং দক্ষতা উন্নয়ন

» পলিটেকনিকের জন্য ভর্তির সংখ্যা ২০১১ সালের ১৭,১৮৫ থেকে দ্বিগুণ হয়ে ২০২০ সালে ৩৯,৮৩৫ হয়েছে

» পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটি ফর স্কিল ডেভলপমেন্ট-এর আওতায়, স্বল্পমেয়াদি দক্ষতা উন্নয়নমূলক উদ্যোগের আওতায় ৯ লক্ষেরও বেশি প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

» ২০১৬ সাল থেকে ২০ লক্ষেরও বেশি প্রার্থীকে উৎকর্ষ বাংলা প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. শিক্ষায় ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি, রাজ্যের জিডিপি ২.৭% থেকে বেড়ে ৪%

ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গ প্রথম দশের মধ্যে রয়েছে। প্রথম পাঁচ রাজ্যের মধ্যে থাকতে, রাজ্য শিক্ষার খাতে ব্যয় বরাদ্দ করবে ৪%।

2. ব্লক প্রতি অন্তত ১টি মডেল আবাসিক স্কুল

সরকার ৩৪১টি ব্লকে ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তিগতভাবে সজ্জিত মডেল আবাসিক স্কুল নির্মাণে আরও বিনিয়োগ করবে। এই স্কুলগুলিতে ডিজিটাল ক্লাসরুম, গ্রন্থাগার এবং পাঠ্যক্রমিক সুবিধার মতো অত্যাধুনিক পরিকাঠামো থাকবে।

3. শিক্ষকদের জন্য আসন সংখ্যা দ্বিগুণ

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে বিএড কলেজগুলিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য ৩৩,০৯৫টি আসন এবং ২১:১ ছাত্র শিক্ষক অনুপাত (২০১৬-১৭) রয়েছে। রাজ্য পেশাদার শিক্ষকদের জন্য আসনের সংখ্যা দ্বিগুণ করে ৬২,০০০-এরও বেশি করবে যা শিক্ষার্থীদের জন্য দ্রুত, ন্যায়সঙ্গত এবং স্বাস্থ্যকর অগ্রগতি বাড়িয়ে তুলবে।

4. কন্যাশ্রী প্রকল্প উচ্চ শিক্ষা এবং কর্মসংস্থানে প্রসারিত হবে

সরকার রাজ্যের মেয়েদের উচ্চশিক্ষা এবং কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি সুরক্ষিত করার জন্য ইতিমধ্যে বিদ্যমান কন্যাশ্রী প্রকল্পের প্রসার ঘটাতে আগ্রহী। এই স্কিমটিকে 'কন্যাশ্রী প্লাস' হিসাবে উল্লেখ করা হবে।

5. 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পের আওতায় দ্বাদশ শ্রেণির ৯ লক্ষ শিক্ষার্থীকে ট্যাব প্রদান করবে

সরকার একটি নতুন স্কিম 'তরুণের স্বপ্ন'-এর আওতায় প্রতি বছর দ্বাদশ শ্রেণির ৯ লাখ শিক্ষার্থীকে ১টি করে ট্যাবলেট প্রদানের লক্ষ্য নিয়েছে।

6. পার্শ্ব - শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বৃদ্ধি এবং অবসরে ₹৩ লক্ষ অনুদানের সুবিধা

সরকার পার্শ্ব-শিক্ষকদের পারিশ্রমিক বার্ষিক ৩% বৃদ্ধি করার প্রস্তাব দিয়েছে। এছাড়াও, ৬০ বছর পূর্ণ করার পরে তাদের অবসরকালীন সুবিধা হিসাবে তাঁদের এককালীন অনুদান ₹৩ লক্ষ দেওয়া হবে।

7. পশ্চিমবঙ্গ দক্ষতা বিকাশ সোসাইটিতে (পিবিএসএসডি) যোগদান বাড়ানো

২০২১-২২ সালের রিকগনিশন অফ প্রায়র লার্নিং (আর পি এল) পিবিএসএসডি-র সূচনা হয় প্রায় ১ লক্ষ প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। এটির মেয়াদ আরও বাড়ানো হবে।

৪. সমস্ত ২৭৮টি সরকারি শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলিতে (আইটিআই) স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ বানানো

বর্তমানে ৪২টি সরকারি আইটিআইতে স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ রয়েছে। এটি রাজ্যের সমস্ত ২৭৮টি আইটিআইতে করা হবে।

9. সকলের জন্য ডিজিটাল শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি বিদ্যালয় ও কলেজের পড়ুয়া ও শিক্ষককে ডিজিটালি সমৃদ্ধ শিক্ষা দেওয়া হবে।

১০. প্রতিটি প্রধান ভাষায় শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু

সৃজনশীল শিক্ষামূলক বিষয়বস্তু তৈরি করা হবে বাংলা এবং অন্যান্য প্রধান ভাষায়, রাজ্যের শ্রেষ্ঠ শিক্ষকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

১১. সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা

শিক্ষার মান উন্নত করতে সকল প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে - প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত যাতে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে শিক্ষার শ্রেষ্ঠ স্থান হিসাবে তার সুনাম বজায় রাখতে পারে। আমাদের লক্ষ্য দেশ-বিদেশের সকল প্রান্ত থেকে পশ্চিমবঙ্গে আরও পড়ুয়াদের নিয়ে আসা।

৯

আবাসন

সবাই পাই, মাথা গোঁজার ঠাঁই

মূল লক্ষ্য

- বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের আবাসন। বস্তিবাসীর সংখ্যা ৭% থেকে কমিয়ে ৩.৬৫%
- আরও ২৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের বাড়ি বাংলা আবাস যোজনার আওতায়। কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১%-এরও কম

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

» বাংলা আবাস যোজনা: ২০১৮ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পটির মাধ্যমে মোট ₹৩৯,০০৯ কোটি ব্যয়ে 'পাকা আবাসন নির্মাণের জন্য ৩৩.৭ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারকে ₹১.২ লক্ষ প্রদান করা হয়েছে

» ইন্টিগ্রেটেড আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন: ৪৯,৭০৫টি বাসস্থান (ডুয়েলিং ইউনিট) নির্মাণের কাজ শেষ করা হয়েছে

» নির্মল বাংলা অভিযান: ২০১৩ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পের আওতায় ৮২.৬ লক্ষ শৌচাগার নির্মাণ হয়েছে। বর্তমানে, বাংলার প্রতিটি ব্লক এবং গ্রাম পঞ্চায়েতে মুক্ত শৌচ নেই

» কর্মাঞ্জলি: স্বল্প-রোজগেরে একা কর্মরতা মহিলাদের ওয়ার্কিং ওমেন হোস্টেলে থাকার জন্য ১৪টি কর্মাঞ্জলি কার্যকরী করা হয়েছে

» নিভৃতবাস: রোগীদের শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য ১১টি নিভৃতবাস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

» 'আকাঙ্খা আবাসন প্রকল্পের অধীনে কর্মরত রাজ্য সরকারী কর্মীদের ৫৭৬টি ফ্ল্যাট প্রদান করা হয়েছে

» গ্রামীণ আবাস নির্মাণে বাংলার স্থান প্রথম। ২০১১ সাল থেকে ৫০ লক্ষ আবাস নির্মাণ করা হয়েছে।

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের আবাসন। বস্তিবাসীর সংখ্যা ৭% থেকে কমিয়ে ৩.৬৫% রাজ্যে বস্তিবাসীর পরিমাণ ৭%। বস্তিবাসীদের জনসংখ্যা ৩.৬৫% এর নীচে নামিয়ে আনতে রাজ্য ২৭.৫ লক্ষ মানুষের থাকার জন্য ৫ লক্ষ ঘর নির্মাণ করবে।

2. আরও ২৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের বাড়ি বাংলা আবাস যোজনার আওতায়। কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১%-এরও কম।

'বাংলা আবাস যোজনা'-র আওতায় এখনও পর্যন্ত মোট ৩৩.৬২ লক্ষ বাড়ির রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে এবং ২১.৮২ লক্ষ বাড়ি সম্পূর্ণ হয়েছে। বাংলায় সবার জন্য ছাদ সুনিশ্চিত করতে এবং গ্রামাঞ্চলে কাঁচা বাড়ির সংখ্যা ১% এর নীচে নামিয়ে আনতে, আগামী ৫ বছরে অতিরিক্ত ২৫ লক্ষ স্বল্প মূল্যের পাকা বাড়ি তৈরি করা হবে।

১০

বিদ্যুৎ, রাস্তা ও জল

প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ, সড়ক, জল

মূল লক্ষ্য

- আরও ৪৭ লক্ষ পরিবারকে নলযুক্ত পানীয় জল। ২৬% থেকে বেড়ে ১০০% পরিষেবা সুনিশ্চিত
- ২৭×৭ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রতিটি বাড়িতে
- প্রতিটি গ্রামীণ আবাসের জন্য মজবুত রাস্তা, উন্নত জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং নলযুক্ত পানীয় জল

বিগত ১০ বছরের সাফল্য

বিদ্যুৎ

» বিদ্যুতায়ন: ১০০% বিদ্যুতায়ন করার লক্ষ্যে ২০১১ সাল থেকে ৯৫.৩ লক্ষ পরিবারের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছেছে

» গ্রামীণ: বাংলায় ৩৭,৯৬০টি গ্রামে বিদ্যুৎ প্রদান করে ১০০% গ্রামীণ বিদ্যুতায়ন সফল হয়েছে।

» প্রতি ব্যক্তি পিছু বিদ্যুৎ ব্যবহার ৩০% বেড়ে ২০১০ সালের ৫৫০ কিলোওয়াট/ঘন্টা থেকে বেড়ে ২০১৯ সালে ৭০৩ কিলোওয়াট/ঘন্টা হয়েছে।

» হাসির আলো : ২০২০-২১ অর্থবছরে চালু হওয়া এই প্রকল্পটি প্রতি মাসে ১৬.৫ লক্ষ যোগ্য সুবিধাভোগীকে মিটার ভাড়া সহ ২৫ ইউনিট পর্যন্ত বিনামূল্যে বিদ্যুৎ প্রদান করে

রাস্তা

» গত এক দশকে মোট ১,১৮,১২৮ কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা নির্মিত এবং উন্নত করা হয়েছে

» বাংলা সড়ক নির্মাণ যোজনা: ২০,০০০ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণ করে পশ্চিমবঙ্গ দেশের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

» বাংলা গ্রামীণ সড়ক যোজনা : ৩৫,৬১১.৪১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের রাস্তার জন্য ₹১৬,৫৬১.৬২ কোটি অনুমোদিত হয়েছে।

জল

» ২০১১-১৯ সালে ২.২৫ কোটি গ্রামীণ জনগণের জন্য ৩৫,৮১৯ পাইপযুক্ত জল সরবরাহ ব্যবস্থা এবং নলকূপ স্থাপন করা হয়েছে যা ২০০৪-১১-এর সময়কালে ১৫,৬৩১ ছিল

» জল ধরো, জল ভরো : ২০২০-২১ সালে প্রায় ২০,০৭০টি জলাশয় এবং জল ধরার কাঠামো তৈরি ও সংস্কার করা হয়েছে এবং ১৫,৫৯৭ জল সংরক্ষণ ও সংগ্রহের কাঠামো নির্মিত হয়েছে।

» ৩১,৯৫২ হেক্টর জমিতে ১,৭৪১টি সেচের সম্ভাব্য ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সম্পন্ন হয়েছে

» ২০১৫-১৬ সালে "জলতীর্থ" প্রকল্পের আওতাধীন পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, ঝাড়গ্রাম এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মতো অতিরিক্ত জল ঘাটতিপূর্ণ জেলাগুলির নদী জলবাহী এলাকা যেমন কংসাবতী, দামোদর, ময়ূরাক্ষী প্রভৃতি অঞ্চলে চেক ড্যাম নির্মাণ করা হয়েছিল বেগ, মাটির উপরিভাগের ক্ষয় এবং নিম্ন প্রবাহ অঞ্চল স্থিতিশীল করতে। নভেম্বর ২০২০ অবধি, বনাঞ্চলের ৯৯টি প্রকল্পের অধীনে ২০১২ হেক্টরেরও বেশি এলাকাতে সংস্কৃতিনির্ভর কমান্ড অঞ্চল তৈরির কাজ শেষ হয়েছে

» আর্সেনিকমুক্ত জল: গুণগতভাবে প্রভাবিত অঞ্চলে আর্সেনিক, ফ্লোরাইড, লবণাক্ততা, লোহা এবং ব্যাকটিরিওলজিকাল দূষণের মতো পানীয় জলের গুণমানগুলির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য, রাজ্যে ২১৭টি জল পরীক্ষাগার চালু রয়েছে। ২০২০ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১.৭৩ লক্ষ জলের উৎস থেকে ৩.১৫ লক্ষেরও বেশি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

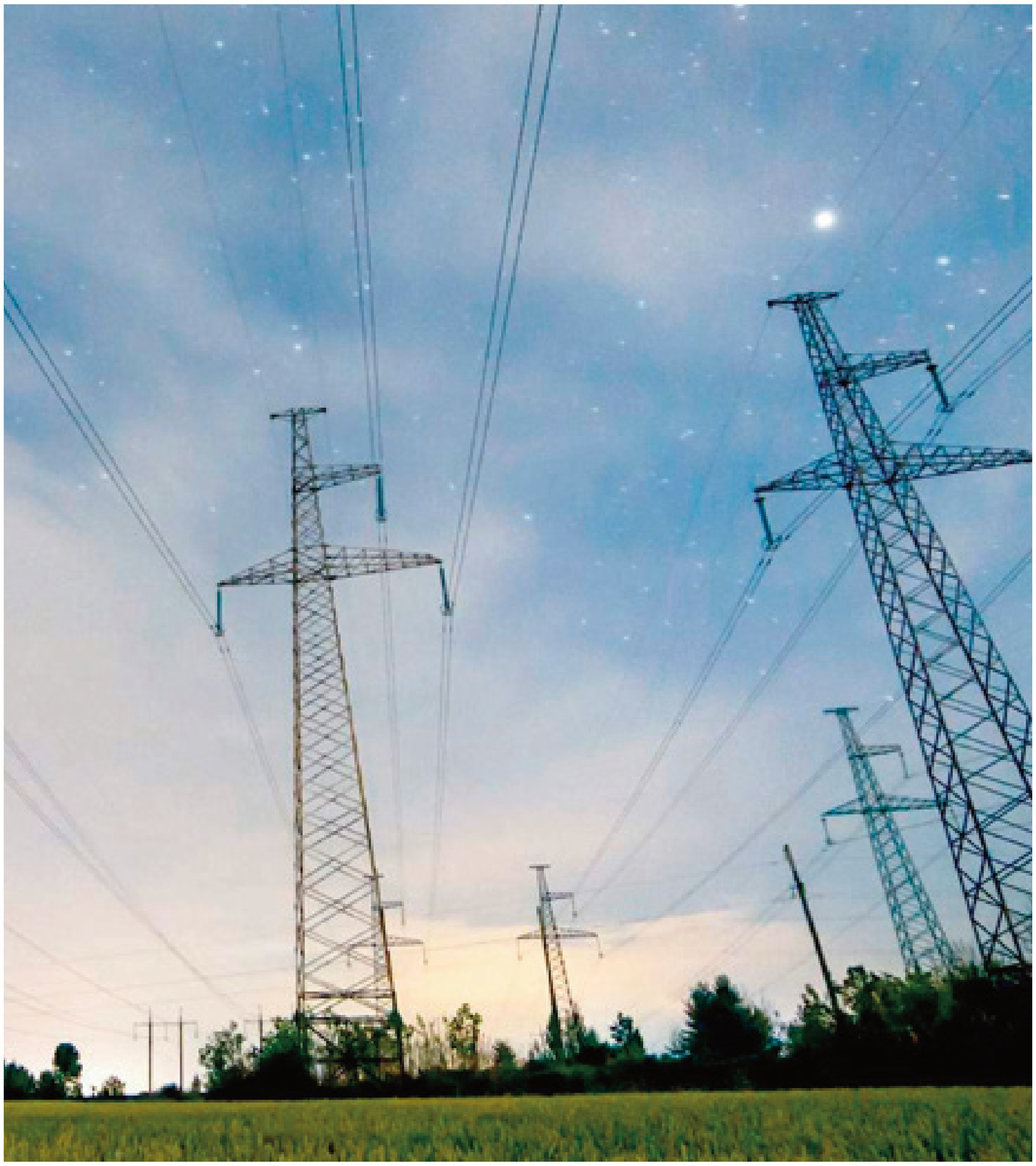

আগামী ৫ বছরের জন্য মূল প্রতিশ্রুতি

1. আরও ৪৭ লক্ষ পরিবারকে নলযুক্ত পানীয় জল। ২৬% থেকে বেড়ে ১০০% পরিষেবা সুনিশ্চিত

১০০% শহুরে পরিবারকে পাইপযুক্ত জল সরবরাহের লক্ষ্যে আরও ৪৭ লক্ষ শহুরে পরিবারকে পাইপযুক্ত পানীয় জলের সুবিধা দেওয়া হবে। সরকার পশ্চিমবঙ্গে আগামী পাঁচ বছরে ২ কোটি পরিবারকে ₹৫৮,০০০ কোটি ব্যয় করে (প্রতি বছর ২১১,৬০০ কোটি) পাইপযুক্ত পানীয় জল সরবরাহ করার ঘোষণা করেছে।

2. ২৪x৭ সুলভ মূল্যে বিদ্যুৎ প্রতিটি বাড়িতে

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সফলভাবে ১০০% বৈদ্যুতিকরণ অর্জন করেছে, আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য রাজ্যের সমস্ত নাগরিকের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে ২৪x৭ বিদ্যুৎ সরবরাহ বজায় রাখা।

3. প্রতিটি গ্রামীণ আবাসের জন্য মজবুত রাস্তা, উন্নত জল নিকাশি ব্যবস্থা এবং নলযুক্ত পানীয় জল আমাদের সরকার আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে ২ কোটি পরিবারের জন্য পাইপযুক্ত পানীয় জলের ব্যবস্থা করার কথা ঘোষণা করেছে। আমাদের সরকার গত দশ বছরে রাজ্যে ১,১৮,১২৮ কিলোমিটার নতুন রাস্তা তৈরি করেছে। এই অগ্রগতিকে ধরে রেখে, আগামী ৫ বছরের মধ্যে, সরকার সমস্ত গ্রামীণ পরিবারকে সড়কের সাথে সংযুক্ত করবে। আমাদের সরকার অসংযুক্ত আবাসগুলির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের রাস্তা তৈরি করবে।

4. রাস্তার উন্নতি এবং সুরক্ষাকে মূল অগ্রাধিকার দেওয়া হবে

আগামী ৫ বছরে, আমরা 'পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় ৪৬,০০০ কিলোমিটার নতুন গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করব এবং আমরা সমস্ত গ্রামীণ সড়কগুলিকে রাজ্য হাইওয়ের সঙ্গে সংযুক্ত করব। রাজ্যে ৩৭৩টি পুরাতন সেচ ও নিকাশি খালের উপর কাঠের সেতুর পরিবর্তে নতুন কংক্রিট ব্রিজ তৈরি করা হবে। আমরা সমস্ত হাইওয়েতে সুগমযোগ্য দূরত্বে কার্যকর ট্রমা কেয়ার ইউনিট স্থাপন করব।

5. সংরক্ষণ, কৃষি ও পরিবহণের জন্য জলসম্পদ

জল ধরো, জল ভরো-র আওতা বাড়ানো হবে। রাজ্যের সমস্ত চাষযোগ্য জমিতে সেচের জল পৌঁছবে। জার্মানির রাইন নদীর মত উচ্চমানের পদ্ধতিতে রাজ্যের ২৯৫টি নদী এবং শাখাপ্রশাখা ব্যবহার করে মাল্টি-মডেল পরিবহণ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে। এতে পরিবহণ ব্যবস্থা সহজলভ্য হবে এবং পর্যটন ব্যবস্থার অগ্রগতি হবে।

6. আর্সেনিকমুক্ত পানীয় জল নিশ্চিত করার জন্য একটি টাস্ক ফোর্স স্থাপন করা হবে ।

রাজ্য সরকার একটি টাস্কফোর্স গঠন করবে যা আর্সেনিক আক্রান্ত অঞ্চলের জন্য পৃষ্ঠতল জল ভিত্তিক নলযুক্ত জল সরবরাহ প্রকল্পের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবে। রাজ্যের ৮৩টি ব্লক এবং ৭টি জেলা জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ১.৯৮ কোটি মানুষ যারা জলে পাওয়া আর্সেনিকের জন্য সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। এই টাস্কফোর্স ৬৫,০০০ গ্রামে পরিস্রুত পাইপযুক্ত জল সরবরাহ প্রকল্পগুলির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে পর্যবেক্ষণ করবে।

7. চেক বাঁধ, খনন কূপ ও খামার পুকুর খনন করা।

রাজ্য প্রয়োজনীয় সমস্ত জায়গায় চেক বাঁধ নির্মাণ, কূপ খনন এবং খামার পুকুর খননের জন্য বিনিয়োগ করবে। ঘূর্ণিঝড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ দুর্যোগ ব্যবস্থার পাশাপাশি এটি আশেপাশের গ্রামগুলিতে গৃহকর্ম এবং কৃষিকাজের জন্য জল সরবরাহকে আরও উন্নত করতে সহায়তা করবে।

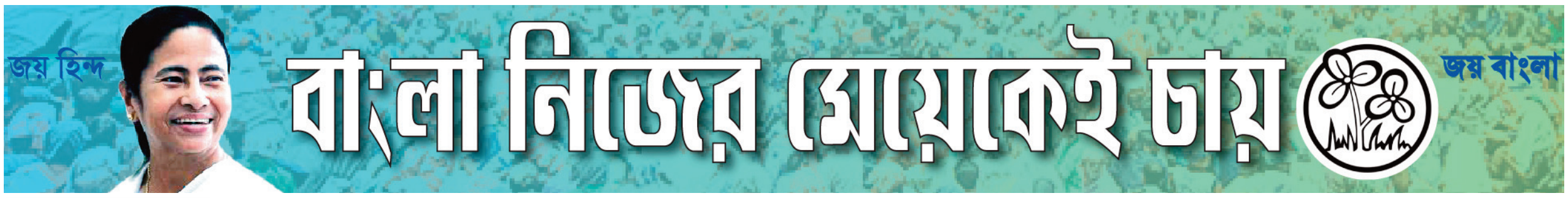

আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ, আমরা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে সর্বদা সচেতন; বিগত এক দশক সাক্ষী থেকেছে জীবনের প্রতিটি স্তরের সর্বাত্মক উন্নয়নের। উন্নত থেকে উন্নততর সোপানে বাংলাকে নিয়ে যেতে দরকার আপনাদের অকুণ্ঠ সমর্থন।

বাংলার ঐতিহ্য, সাংগ্রামী ইতিহাস, গরিমাকে রক্ষা করতে হবে যে কোনও মূল্যে। সমাজকে যারা বিভাজিত করতে চায় সেই বিভেদকামী শক্তিকে রুখে দিতেই হবে। বাংলার মানুষই পারে তৃণমূল কংগ্রেসের সার্বিক লড়াইকে আরও মজবুত ভিতের ওপর দাঁড় করাতে।

বাংলার শান্তি, সংহতি ও প্রগতির জন্য সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের, আপনারা ভোটদানের মাধ্যমে জয়যুক্ত করুন।

আপনাদের আস্থা, ভরসা, বিশ্বাসই আমাদের পথ চলার শক্তি। বাংলা সমস্তরকম বিভেদকামী শক্তির বিরুদ্ধে, অপপ্রচার, বাহুবল, অর্থবলের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিকভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। সেই ইতিহাসকে সামনে রেখেই এবারের সপ্তদশ বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের সর্বত্র সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীদের জয়যুক্ত করুন—এই আমাদের আবেদন।

বাংলা শুভ নববর্ষের আগাম শুভেচ্ছা, অভিনন্দন, নমস্কার নেবেন।

জয় হিন্দ। জয় বাংলা।

নিবেদক।

মমতা ব্যানার্জী

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জয় হিন্দ

জয় বাংলা

বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪৯। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 49. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**